NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ র‍্যাগিং — ফের একটা বড় প্রশ্ন তুলে দিল শিক্ষাজগতে

বোর্ড গঠনের সময় রণক্ষেত্র কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েত ৫

কলকাতা ১৩ অগস্ট ২০২৩ ২৭ শ্রাবণ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৬৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 13.8.2023, Vol.17, Issue No.64, 8 Pages, Price 3.00

র‍্যাগিং-কাণ্ড: ২২ অগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেপাজত সৌরভের

তদন্তকারী পুলিশের হাতে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত সৌরভ চৌধুরীকে ২২ অগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল আলিপুর আদালত। শনিবার আদালতে হাজির করানো হয় সৌরভকে। ২৫ অগস্ট পর্যন্ত হেপাজতে চেয়েছিল পুলিশ। শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং হস্টেলের আবাসিক সৌরভকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুত্রের মৃত্যুতে অভিযোগপত্রে সৌরভের নাম উল্লেখ করেছিলেন স্বপ্নদীপের বাবা রামপ্রসাদ কুণ্ডু। এদিন যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস কর্মীরা।

এদিকে, এই মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে পুলিশের হাতে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার দিন রাত ৮টা পর্যন্ত সুস্থ-স্বাভাবিকই ছিল স্বপ্নদীপ। এরপর মেন হস্টেলের একটি ঘরে ওই ছাত্রের কাউন্সেলিং হয়। সেই কাউন্সেলিংয়ে কয়েকজন পড়ুয়ার সঙ্গে হাজির ছিলেন যাদবপুরের প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরীও। পুলিশ সূত্রে খবর, এরপর হস্টেলের একদল পড়ুয়া, সঙ্গে সৌরভ-সহ-প্রাক্তনীরা স্বপ্নদীপকে উদ্দেশ্য করে অশালীন মন্তব্য ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে অভব্য আচরণ শুরু করেন। রাত যত গড়িয়েছে, ততই বেড়েছে অত্যাচারের মাত্রা। এর মধ্যেই অসহায় স্বপ্নদীপ, কয়েকজন পড়ুয়ার সামনেই তিনতলার বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যান। পুলিশের দাবি, জেরায় সৌরভ-সহ কয়েকজন পড়ুয়া তথ্য গোপন করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। স্বপ্নদীপের পরিবারকে যতটা সহযোগিতার কথা তাঁরা বলছেন, তাঁদের ভূমিকা আদৌ তা ছিল না বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন। এদিনও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সৌরভ ছাড়াও স্বপ্নদীপের ৩ জন রুমমেট এবং ভিনরাজ্যের এক পড়ুয়ার কথায় অসঙ্গতি রয়েছে বলে পুলিশের দাবি। শনিবার আদলতে সৌরভের আইনজীবী অরিন্দম দাস বলেন, ‘সৌরভ স্বপ্নদীপের সহপাঠী, রুমমেট, বন্ধু নন। সৌরভের ফোন থেকে ফোনও করা হয়নি। যার ফোন থেকে ফোন করা হয়েছিল, সেটা দেখা হোক। স্বপ্নদীপের বাবা সৌরভকে চিনতেন না। হয়তো ছেলের থেকে শুনেছেন।’ আদালতে সরকারি কৌঁসুলি সৌরিন ঘোষাল জানান, তিন জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে হবে। দু’টি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সৌরভের ফোন। কল ডিটেলস খতিয়ে দেখা হবে। তিনি বলেন, ‘একটা অত্যাচারের গল্প পাচ্ছি। যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁর নামও আসছে।’ সৌরভের গ্রেপ্তারের খবরে ভেঙে পড়েছে তাঁর পরিবার। ছেলের গ্রেপ্তারির খবর পেয়ে চিন্তিত সৌরভের বাবা নিরুপ চৌধুরী এবং মা প্রণতি চৌধুরী। পরিবারের একটাই দাবি, সৌরভ নির্দোষ এবং তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তারির আগে মাকে ফোন করেছিলেন সৌরভ। তাঁর মা বলেন, ‘স্বপ্নদীপের মৃত্যুতে আমার ছেলে দায়ী নয়। আমার ছেলে ও রকম ছেলেই না। এটা যাদবপুরের ছেলেরাও বলবে যে, সৌরভ এ কাজ করতে পারে না। সন্ধ্যাবেলা জানতে পারি যে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার সঙ্গে বিকেলেও ওর কথা হয়। ও বলে, ‘আমি কোনও ভুল করিনি মা। আমার শাস্তি হবে না। আমি কাউকে র‍্যাগিং করিনি। কোনও দিন করিনি। আমার একটাই ভুল যে, ওর (স্বপ্নদীপের) বাবাকে বলেছিলাম আমি লক্ষ রাখব।’ তাঁর দাবি, ‘আমার ছেলে নির্দোষ। ওকে ফাঁসানো হয়েছে। স্বপ্নদীপের বাবা-মা ফাঁসিয়েছে। আমার ছেলের নাম বার বার নেওয়া হচ্ছে।’

‘আমি নিরাপরাধ...’

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি নির্দোষ। তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে কি না, জানতে চাইলে এমনই দাবি করলেন যাদবপুরকাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সৌরভ চৌধুরী। শনিবার সৌরভকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন, ‘আমি নিরপরাধ।’ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যুর ঘটনায় শুক্রবার রাতে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং হস্টেলের আবাসিক সৌরভকে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল স্বয়ং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এর পরে রাতে তিনি গ্রেপ্তার হন। পুত্রের ‘অস্বাভাবিক মৃত্যু’র ঘটনায় সৌরভের নামে থানায় অভিযোগ করেছেন স্বপ্নদীপের বাবা রামপ্রসাদ কুণ্ডু। খুনের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ।

আচার্যের কাছে রিপোর্ট চাইল শিশু সুরক্ষা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরের বাংলা বিভাগের পড়ুয়া স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যু কী ভাবে হয়েছে, তা নিয়ে তদন্তের অনুরোধ জানিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছে চিঠি দিল পশ্চিমবঙ্গের শিশু সুরক্ষা কমিশন। তদন্তে কী কী পাওয়া গেল, তার রিপোর্টও জানতে চেয়েছে তারা। প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কমিশন জানিয়েছে, যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে বিতর্কিত পরিস্থিতিতে এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুতে হস্টেলের কয়েক জন আবাসিকের কিছু কার্যকলাপ দায়ী বলেও শোনা যাচ্ছে। ওই আবাসিকদের কেউ কেউ আবার বেআইনিভাবে হস্টেলে থাকেন। কমিশন এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে খুনের খেলা খেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস: মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনে খুনের খেলা খেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস’, বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনের সূচনা করতে গিয়ে এমনটাই দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। শনিবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর পাশাপাশি পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের কর্মীদের ক্ষমতা ও কাজের এক্তিয়ার বোঝাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এও জানান, ‘জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ রাজ্যের ক্যাবিনেটের থেকেও বেশি ক্ষমতা রাখেন। অনেক কাজ করতেও পারেন।’

এরপরই বিজেপির আশ্বাস এবং মনোবল বাড়াতে তিনি এও বলেন, ‘কার্যকর্তা হিসাবে আপনারাও জেলায় জেলায় নিজের কাজ, ভাল ব্যবহার দিয়ে আপনারা সাধারণ মানুষের মন জিতছেন। সেই কারণে মানুষও আপনাদের উপরে বারংবার আস্থা প্রকাশ করছে। প্রয়োজন পড়লে বিজেপির কর্মীরা নিজেদের রক্ত দিয়ে লড়াই করেছেন।’ এরই রেশ টেনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটভূমির প্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদি এও বলেন, ‘বিজেপি কর্মীরা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি কর্মীরা যেভাবে ভারতমাতার জন্য, রাজ্যের উন্নতির জন্য সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছেন, তা এক রকম সাধনা। নিজেদের তিলে তিলে জ্বালিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হারানো গৌরব ফেরানোর চেষ্টা করছেন। পশ্চিমবঙ্গে সদ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে, এই নির্বাচনে তৃণমূল খুনের খেলা খেলেছে। গোটা দেশ তার সাক্ষী রয়েছে।’

এদিনের প্রধানমন্ত্রীর কড়া বার্তার পালটা জবাব দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘কোনও তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই কথা বলছেন নরেন্দ্র মোদি। উনি চান গরিব মানুষদের মৃত্যু হোক। শুধুমাত্র বিজেপি নেতারা বেঁচে থাকুক। আপনি দুর্নীতি নিয়ে কোনও কথা বলতে পারেন না। কারণ আপনি একাধিক দুর্নীতি ইস্যুতে যুক্ত। কখনও কখনও সাধারণ মানুষকে আপনি বোকা বানাতে পারেন। সবসময় পারবেন না। আপনার দলের নেতা-কর্মীরা বাংলার ৬৫ জনকে খুন করেছে। আর তাতে ইন্ধন জুগিয়েছেন আপনি।’

পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সন্ত্রাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, ‘তৃণমূলের প্রথম কৌশলই হল নির্বাচনের জন্য সময় না দেওয়া। এত তাড়াতাড়ি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করবে যে প্রস্তুতি, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সুযোগই মিলবে না। বিজেপি বা কোনও বিরোধী দলকে মনোনয়ন পত্র জমা না দিতে পারেন, তার জন্য সবরকমের চেষ্টা চালানো হয়। এটা শুধু বিজেপির সঙ্গেই নয়, অন্যান্য দলের সঙ্গেও হচ্ছে। যদি কেউ বুদ্ধি করে মনোনয়ন জমাও দেন, তবে তাদের প্রচার করতে দেওয়া হয় না। পাশাপাশি ভোটারদের ভয় দেখানো, বিজেপি কর্মীদের পরিবারকে বাড়ি থেকে বেরতে দেওয়া হয় না।’

ভোট সন্ত্রাসের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, ‘নির্বাচনের সময়ও ধাপ্পাবাজি করা হয়। ছাপ্পা ভোট দেওয়া হয়। বুথ দখলের জন্য গুন্ডাদের ভাড়া করা হয়। ব্যালট নিয়ে পালিয়ে যায়। ভোট গণনার সময়ও বাধা দেওয়া, বিজেপি কর্মীদের বুথে বসতে দেওয়া হয় না।’

তবে পঞ্চায়েতের ফল নিয়ে খুশি প্রধানমন্ত্রী মোদি। তাঁর চোখে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছেন বিজেপি কর্মীরা এমনটাই জানান তিনি। কারণ, বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। এর পাশাপাশি মোদি এও জানান, ‘ভোটের ফলাফলের পরও বিজেপিকে বিজয় মিছিল করতে দেওয়া হয় না। মিছিলে হামলা করা হয়। প্রাণঘাতী হামলা করা হয়। এটাই তৃণমূলের রাজনীতি। বাংলায় আদিবাসী ভাইবোনেদের কীভাবে প্রতারিত করা হচ্ছে, তা আমরা জানি। এরপরও বিজেপির কর্মীরা জয়ী হয়েছেন। তাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।’

এদিন প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে এও জানান, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজ করতে দেয় না।’ আর এই প্রসঙ্গ টেনে তিনি এও মনে করিয়েদেন, রাজ্য সরকারের বাধা দেওয়ার পরও পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৪৫ লক্ষ পাকা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

পালটা জবাব মমতার

৩৫৫’র দাবি ওড়ালেন নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়বে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই। বাংলায় এসে এমনই দাবি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার। ভোট হিংসাকে হাতিয়ার করে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই জানিয়ে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা। কিন্তু বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা রাজ্যে এসে সেই দাবি কার্যত খারিজ করে দিলেন। শনিবার সায়েন্স সিটিতে পঞ্চায়েতে বিজেপির প্রার্থী এবং আক্রান্তদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন নাড্ডা। সেখানেই তিনি বলেন, ‘বাংলায় জঙ্গলরাজ চলছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবাধে সন্ত্রাস চলেছে।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

ফিট সার্টিফিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা এখন থেকে ফিট সার্টিফিকেট দিতে পারবেন। ব্লক স্তর থেকে মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং পুরসভা পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকদের দেওয়া ফিট সার্টিফিকেট বৈধ বলে বিবেচিত হবে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীন পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়েছে। উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্ট সাম্প্রতিককালে এক রুলিং-এ অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারদের পাশাপাশি আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরাও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট এবং ফিটনেস সার্টিফিকেট দিতে পারবেন জানিয়েছিল।

শাপমোচন! ডার্বিতে ৪ বছর পর জিতল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আটে আট হলেও নবম ম্যাচে এসে আর ৯-এ নয় করা হল না মোহনবাগানের। ডার্বিতে ২০১৯ সালের ২৭ জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের ১২ অগাস্ট খেলার আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল ফুটবল ভাগ্যদেবী যেন বিরূপ ইস্টবেঙ্গলের ওপর।তবে শনিবারের অবশেষে মুখ তুলে চাইলেন তিনি। জয় এল ১-০ গোলে। মরশুমের প্রথম ডার্বি ম্যাচে মোহনবাগানকে ১-০ গোলে পরাস্ত করল ইস্টবেঙ্গল। ৬১ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন তরুণ নন্দকুমার। এককথায় দৃষ্টিনন্দন গোল। এদিকে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিয়ে কার্লোস কুয়াদ্রাত জানিয়েছিলেন, কেরিয়ারের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ নিলেন তিনি। তাঁর এই কথা যে কথার কথা নয়, তাও এদিন প্রমাণ হল খেলার শেষে। জেতালেন দলকে।

প্রথমার্ধে খেলায় দুই দলের প্রাধান্যই ছিল সমান সমান। প্রথমার্ধের শেষের পর দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরু থেকেই দুই দলকেই দেখা গিয়েছে মরিয়া হয়ে গোলের জন্য ঝাঁপাতে। ৪৮ মিনিটের মাথায় আক্রমণ শুরু করে মোহনবাগান। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল প্রতি আক্রমণ শুরু করে। সিভেইরো ও বোরহা মিলে একটি আক্রমণ শানায়। কিন্তু আটকে যায়। এরপর ৫১ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেন লাল হলুদের শৌভিক চক্রবর্তী। ৫৪ মিনিটে প্রতি আক্রমণে গোলের সুযোগ তৈরি করেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। তিনি গোলে সুযোগ তৈরি করলেও গোলে বল ঢোকাতে ব্যর্থ হন। ৫৬ মিনিটে আনোয়ার আলি মিডফিল্ড থেকে গোলের চেষ্টা করেন। শটও নেন। কিন্তু অনেক দূর দিয়ে বেরিয়ে যায় বল। এরপর ম্যাচের ৫৬ মিনিটে জোড়া পরিবর্তন করেন মোহনবাগান কোচ হুয়ান ফেরান্দো। আর্মান্দো সাদিকু ও হুগো বোমাসের পরিবর্তে মাঠে অজি বিশ্বকাপার জেসন কামিন্স ও গত মরসুমের নায়ক দিমিত্রি পেত্রাতোস। ৫৯ মিনিটে মনবীর ও পেত্রাতোস জুটি বেঁধে গোলের চেষ্টা করে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্সে আটকে যায়। ৬০ মিনিটে অবশেষে ডেডলক ভাঙে। বাঁধিয়ে রাখার মত গোল করেন ইস্টবেঙ্গলের নন্দকুমার। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে একক দক্ষতায় তিনি মিডফিল্ড থেকে বল নিয়ে যান। ডানদিক থেকে বল নিয়ে তিনি উঠে যান মোহনবাগানের বক্সে। সামনে ছিলেন অনিরুদ্ধ থাপা। বলটা ডান পা থেকে বাঁ পায়ে নেন। বক্সের ডান দিকে অনিরুদ্ধর সামনে থেকেই কোনাকুনি শট। মোহনবাগান গোলরক্ষক বিশাল কাইথের কাছে সুযোগ ছিল না। এক গোলে এগিয়ে থেকে বেশ কিছুটা আত্মবিশ্বাস পায় ইস্টবেঙ্গল। এর মধ্যে কিছুটা সময় নষ্টেরও চেষ্টা দেখা যায়। এগিয়ে থাকা দল এমনটা করবে এটাই প্রত্যাশিত। তার জন্য ৬ মিনিট অ্যাডেড টাইম দেওয়া হয়। তাতেও আকের লাভের লাভ কিছুই ওঠাতে পারেনি মোহনবাগান।

মণিপুরের হিংসা: বিরোধীদের উপর দায় চাপালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: মণিপুর প্রসঙ্গে কথা না বলে সংসদে কেবল কংগ্রেসকে আক্রমণ এবং ঠাট্টাতামাশা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এমন অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বস্তুত, সংসদে ভাষণের সময় মণিপুরের ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কেন মিতব্যয়ী, তা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা করছেন বিরোধীরা। সেই মণিপুর হিংসা নিয়ে এ বার সংসদের বাইরে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী। এবং বললেন সংসদের চেয়েও বেশি সময় নিয়ে। মোদি দাবি করলেন, অনেক আগেই মণিপুর নিয়ে আলোচনার জন্য বিরোধীদের চিঠি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কিন্তু তাতে সাড়া দেননি কেউ। কারণ, তাঁরা চান বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করতে। বস্তুত, মণিপুর হিংসা এত বড় হয়ে ওঠার নেপথ্যে বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী। অভিযোগ করেন মণিপুরবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। শনিবার ‘ক্ষেত্রীয় পঞ্চায়েতিরাজ পরিষদ’-এর পূর্বাঞ্চলীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানে মণিপুর ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ওঁরা সংসদ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এঁরা মণিপুরবাসীর সঙ্গে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।’ তিনি এ-ও বলেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাকে চিঠি লিখে মণিপুর ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এত সংবেদনশীল ঘটনা নিয়ে সমস্ত দলমত নির্বিশেষে আলোচনা হলে অনেক আগেই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তা হলে মণিপুরের মানুষের ক্ষতেতেও মলম লাগত। কিন্তু ওঁরা আলোচনা চায় না। পরিবর্তে মণিপুর ইস্যু নিয়ে রাজনীতি শুরু করলেন। অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। এখন একের পর এক দোষ দিচ্ছেন। মাথামুণ্ডহীন অভিযোগ করছেন।’

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল, কেন্দ্রকে আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের প্যানেলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া বিলে সে কমিটিতে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতিকে রাখা হয়নি। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে শনিবার টুইট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে বিচারবিভাগের প্রতি তাঁর আর্জি, ‘আমাদের দেশকে বাঁচান!’

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের নির্দেশ উপেক্ষা করে সংসদে বিল আনছে কেন্দ্র। ‘দ্য চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনার্স (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কন্ডিশন অফ সার্ভিসেস অ্যান্ড টার্ম অফ অফিস) বিল, ২০১৩’ নামে ওই নয়া বিলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্যানেলে দেশের প্রধান বিচারপতির নাম থাকছে না। প্রস্তাবিত বিলে তাঁর পরিবর্তে এক ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে রাখা হয়েছে। বিল অনুযায়ী, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-সহ বিভিন্ন নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকছে দেশের প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং প্রধানমন্ত্রী মনোনীত এক মন্ত্রীর হাতে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের অভিযোগ, এই বিলের মাধ্যমে আসলে নির্বাচন কমিশনের উপর নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করতে চাইছে বিজেপি। শনিবার দুপুরে টুইটে মমতা লিখেছেন, ‘বিচারবিভাগের কাছে মাথা নত করার পরিবর্তে নৈরাজ্যের কাছে মাথা নত করছে বিজেপি! মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য তিন সদস্যের কমিটিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর (সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি) পরিবর্তে এক ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে আনার সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধিতা করছি আমরা। বিচারবিভাগকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার বিরুদ্ধে গোটা দেশের প্রশ্ন তোলা উচিত। বিচারবিভাগকে কি মন্ত্রীচালিত ক্যাঙারু কোর্টে পরিণত করতে চায় ওরা? ভারতের জন্য বিচারবিভাগের কাছে প্রার্থনা করি। ধর্মাবতার, আমাদের দেশকে রক্ষা করুন!’

অস্বাভাবিক মৃত্যু আরজি করের ইন্টার্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অস্বাভাবিক মৃত্যু আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের এক ইন্টার্নের। জানা গিয়েছে, ওই ইন্টার্নের নাম শুভ্রজ্যোতি দাস। বৃহস্পতিবার রাতে আরজি কর হাসপাতালের ইন্টার্ন শুভ্রজ্যোতি দাসের মৃত্যু ঘিরে উঠে আসছে মানসিক অবসাদের তত্ত্ব। সূত্রে খবর, নিমতায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি। তবে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন আরজি করের ওই বছর পঁচিশের চিকিৎসক পড়ুয়া। শুভ্রজ্যোতিকে অবসাদের ওষুধ প্রেসক্রাইব করা হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। আর সেই ওষুধের প্রতিক্রিয়ার জেরেই মৃত্যু হয় তাঁর। চিকিৎসক পড়ুয়ার ডেথ সার্টিফিকেটেও উল্লেখ রয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত ওষুধের কারণেই মৃত্যু হয়েছে। সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে শুভ্রজ্যোতিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় জরুরি বিভাগে বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে প্রথমে মেডিসিনে স্থানান্তর, পরে সিসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছিল। সিসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবারই মৃত্যু হয় ওই চিকিৎসক পড়ুয়ার। তবে কী কারণে ওই চিকিৎসক পড়ুয়া মানসিক অবসাদের মধ্যে ভুগছিল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা থেকে গিয়েছে।

কৃতী পুলিশ আধিকারিকদের পাশে দক্ষ আমলাদেরও পুরস্কৃত করবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশের কৃতী আধিকারিকদের পাশাপাশি এবার স্বাধীনতা দিবসে দক্ষ আমলাদেরও পুরস্কৃত করবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের অনুষ্ঠানে এবারই প্রথম রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে দক্ষ আইএএস অফিসারদের পুরস্কৃত করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি আইপিএসদের চিফ মিনিস্টার্স পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং এবং কম্যান্ডেবল সার্ভিসের জন্য পুরস্কৃত করা হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১২ সাল থেকে রেডরোডে উদযাপন করা হয় স্বাধীনতা দিবস। ১৫ অগস্ট রেডরোডে প্রতি বছরের মত এবারেও একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, এই অনুষ্ঠানে আইএএস অফিসারদের পুরস্কৃত করা হবে। তবে কারা পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় থাকছে, তা নিয়ে এখনই মুখ খুলছে না প্রশাসন। তবে সূত্রের খবর, মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী-সহ বেশ কয়েকটি দপ্তরের সচিব, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিক এমনকী কয়েকজন জেলাশাসকেরও নাম থাকছে পুরস্কার প্রাপকের তালিকায়।

রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা থেকে রাজ্যকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এরাজ্যের সরকার বৈষম্য নীতিতে বিশ্বাসী নয় সে বার্তাও এবার দেওয়া হবে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে। কারণ, এবছরই প্রথম রেডরোডের অনুষ্ঠানে ট্যাবলো নিয়ে মার্চ পাস্টে যোগ দেবে দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডারস এবং ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি। এছাড়াও স্কুল পড়ুয়াদের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন কোচবিহার জেলা থেকে রাজবংশী শিল্পীরা। জঙ্গলমহলের আদিবাসী শিল্পীরাও ধামসা মাদল নিয়ে যোগ দিচ্ছেন স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে। দার্জিলিং জেলা থেকে খুকরি নৃত্যশিল্পীরাও অংশ নেবেন। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকে 'বাংলার গর্ব দুর্গা মা' ট্যাবলোতে প্রদর্শিত হবে দুর্গা প্রতিমা। গোর্খা, কুর্মি, রাজবংশী-সহ বাংলার সব জাতির প্রতিনিধিরাও মার্চপাস্ট এ যোগ দেবেন। এছাড়া থাকবে লদীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী, দুয়ারে রেশন, কৃষকবন্ধু প্রকল্পের ওপর ট্যাবলো। কলকাতা ও রাজ্য পুলিশে মহিলা বাহিনী-সহ সব বাহিনী দেখাবে নানা ধরণের কসরৎ।

এবার স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যের ছ'জন আইপিএস অফিসারকে পুরস্কার দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পুরস্কারকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। চিফ মিনিস্টারস পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস এবং চিফ মিনিস্টারস পুলিশ মেডেল ফর কমেন্ডেবল সার্ভিস।

চিফ মিনিস্টারস পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস পাচ্ছেন একজন। তিনি হলেন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ওয়েস্টার্ন জোনের এডিজি এবং আইজিপি শ্রী ত্রিপুরারি অথর্ব। চিফ মিনিস্টারস পুলিশ মেডেল পাবেন পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে আছেন আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রাজবংশী, হাওড়া গ্রামীণের পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া, পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার এবং হুগলি গ্রামীণের পুলিশ সুপার আমনদীপ।

বঙ্গ বিজেপির ৩৫৫'র দাবি ওড়ালেন নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়বে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই। বাংলায় এসে এমনই দাবি করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। ভোট হিংসাকে হাতিয়ার করে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই জানিয়ে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা। কিন্তু বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা রাজ্যে এসে সেই দাবি কার্যত খারিজ করে দিলেন।

শনিবার সায়েন্স সিটিতে পঞ্চায়েতে বিজেপির প্রার্থী এবং আক্রান্তদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন নাড্ডা। সেখানেই তিনি বলেন, 'বাংলায় জঙ্গলরাজ চলছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবাধে সন্ত্রাস চলেছে। বিধানসভা ভোটের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের তাণ্ডব আমরা দেখেছি। এবারও পঞ্চায়েত ভোটের পর একই ছবি। বিভাজনের সময় কলকাতা ও বাংলার মানুষ যা দেখেছিল। দুঃখের বিষয় স্বাধীন ভারতে মমতার সরকারের আমলে সেই ছবি দেখতে হচ্ছে।'

এরপরই নাড্ডা জানান, বিজেপি এই মুহূর্তে বাংলায় বিরোধী শিবিরে রয়েছে। কিন্তু আগামী দিনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়ে বাংলার সরকার গড়বে বিজেপি। তিনি বলেন, 'আমরা এ লড়াই জিতবই। প্রজাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জয় আনব।' অর্থাৎ তৃণমূলের রাজ্য নেতারা যে বারবার সরকার ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে, সেটাকে কার্যত প্রত্যাখ্যান করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই আস্থা রাখলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি।

তৃণমূল অবশ্য নাড্ডার সব অভিযোগই কার্যত উড়িয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের দাবি, প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ করা হচ্ছে। নাড্ডা রাজ্যে সরকার গড়ার অলীক স্বপ্ন দেখছেন।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের দশ বছর পূর্তি, বই প্রকাশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নারী শিক্ষার হার বাড়ানো এবং সামগ্রিকভাবে মেয়েদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চালু হওয়া রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের দশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরে একটি বই প্রকাশ করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন। আগামী সোমবার কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বইটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করবেন।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের সাফল্য সম্পর্কে নারী কল্যাণ দপ্তর জানিয়েছে এই উদ্যোগ চালু হওয়ার পরেই স্কুলছুটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। স্কুলছুটের সংখ্যা কমাতে এবং বাল্যবিবাহ রুখতে ২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেন। আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের বহু মেয়ের আগে পড়া বন্ধ হয়ে যেত। কম বয়সে বিয়েও হয়ে যেত অনেক মেয়ের। আবার অপুষ্ট শরীরে মা হয়ে গিয়ে অনেক মেয়েই মারা যেত। এই ছবিটাই বদলে দিতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের দাবি তাঁর এই প্রচেষ্টা অনেকটাই সফল। কন্যাশ্রী চালু হওয়ার পর মাধ্যমিক স্তরে স্কুল ছুটের পরিসংখ্যান ১৬.২৩ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১.৭৪ শতাংশ। অন্যদিকে, উচ্চ মাধ্যমিকে এই পরিসংখ্যান ১৫.৪ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৭.০৮ শতাংশ। গত দশ বছর ধরে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পেয়েছেন ৮১ লাখ ১৮ হাজার ৩৪৫ ছাত্রী। এই অর্থবর্ষে কন্যাশ্রী প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে ১৬ হাজার কোটি। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে উপভোক্তারা এই অর্থ পেয়েছেন।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রথম দুইটি ভাগের বাস্তবায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নারী শিশু এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরকে। এই প্রথম দুটি ভাগেই সুবিধা পেয়েছেন ১৮ লাখের বেশি। অন্যদিকে, কন্যাশ্রী প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাগের অধীনে কোনও ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার পর এককালীন ২৫ হাজার টাকা সরকারি সাহায্য পেয়ে থাকেন। আগামী সোমবার অর্থাৎ ১৪ অগস্ট, কলকাতার ধনধান্য অডিটরিয়ামে কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি বই প্রকাশ করা হবে। ওইদিন বিশেষ কিছু ঘোষণাও করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

মোদি সরকার ২০১৪ সালে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্প চালু করে। কেন্দ্রের তথ্যই বলছে, ২০১৪-১৫ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষ পর্যন্ত মোদি সরকার 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের জন্য খরচ করেছে মাত্র ১,২৭০ কোটি টাকা। তার মধ্যে আবার ৪০১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে স্রেফ প্রকল্পের বিজ্ঞাপন দিতে। আর তাই বিশ্বজুড়ে আজ মডেল হয়ে উঠেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কন্যাশ্রী'। যার স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্রসংঘের কাছ থেকেও পুরস্কৃত হয়েছে এই প্রকল্প।

যাদবপুরে ছাত্র খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তারির দাবি আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুকে খুন করা হয়েছে, এমনটাই দাবি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এইড ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের। আর এই ঘটনায় তিনি সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলে দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ডিন, হোস্টেল সুপার ও রেজিস্ট্রারের দিকে। একইসঙ্গে তাঁর দাবি এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হোক এঁদেরকে। জয়দীপবাবুর বক্তব্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে নরকে পরিণত করেছে কিছু উগ্রবামপন্থী সংগঠন ও ব্যক্তি। এঁদের মূল লক্ষ্যই হল ভারত বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকা। একইসঙ্গে জয়দীপবাবু জানান, এই সব ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে যোগ রয়েছে নিষিদ্ধ সংগঠনের। যাদের অর্থে মাদক পাচার করা হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। এই ভাবেই ছাত্রছাত্রীদের মানসিকভাবে বিভ্রান্ত করতে চাইছে এই সব চক্র। এই সব কিছুই জানেন উপাচার্য থেকে শুরু করে ডিন এবং রেজিস্ট্রাররাও, এমনটাই দাবি আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের। আর স্বপ্নদীপের খুনের পিছনে রয়েছে উগ্রপন্থী সংগঠন, এমনটাই দাবি জয়দীপবাবুর। একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, ৭-৮ দিনের মধ্যে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা না হলে শীর্ষ আদালতে তিনি জনস্বার্থ মামলা করবেন। সেখানে শীর্ষ আদালেত আর্জি জানাবেন উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, হোস্টেল সুপারদের গ্রেপ্তার করার।

কেন্দ্রের পুরস্কার পাচ্ছেন রাজ্যের ৮ পুলিশ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাহসিকতা ও কর্মদক্ষতার জন্য এবার কেন্দ্রের কাছে পুরস্কৃত হচ্ছেন এরাজ্যের আট পুলিশ আধিকারিক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এ রাজ্যের পুলিশ ইন্সপেক্টর পল্লবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, গৌতম সাহা, রানা মিশ্র, শ্রাবন্তী ঘোষ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পদক পাচ্ছেন। সাব-ইন্সপেক্টর আলতাব হোসেন মল্লিক, চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুযম মিত্র, তুষিময় দাসও এই সম্মান পাচ্ছেন। স্বাধীনতা দিবসের আগে দেশের ১,৩৮০ জন পুলিশকর্মীকে পদক দেওয়ার কথা ঘোষণা করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুলিশকর্মী ও আধিকারিক মিলিয়ে যে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে প্রেসিডেন্টস পুলিশ মেডেল ফর গ্যালান্ট্রি, পুলিশ মেডেল ফর গ্যালান্ট্রি, প্রেসিডেন্টস পুলিশ মেডেল ফর ডিসটিঙ্গুইশড সার্ভিসেস, পুলিশ মেডেল ফর মেরিটরিয়াস সার্ভিসেস দেওয়া হচ্ছে।

চতুর্থ বন্দে ভারত পেতে চলেছে বাংলা শনিবার হল ট্রেনের দ্বিতীয় ট্রায়াল রান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আর কিছুদিনের অপেক্ষা। তারপরই রাজ্য পেতে চলেছে চতুর্থ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। আর ইতিমধ্যেই রেলের পক্ষ থেকে চতুর্থ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের দ্বিতীয় ট্রায়াল হয়েছে বলেই জানিয়েছে রেল। হাওড়া স্টেশন থেকে বিহারের পটনা পর্যন্ত যাবে ট্রেন।

খুব দ্রুত সময়ে চতুর্থ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশন থেকে বিহারের পটনা পর্যন্ত যাত্রীদের দ্রুতগামী সফরে সামিল হবে। যাবে। শনিবার সকালে ট্রেনটির দ্বিতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল সম্পন্ন হয়। হাওড়া-পটনা রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের গড় গতিবেগ থাকবে ৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। যদিও ট্রেনের গতি এই যাত্রাপথে ১২০-১৩০ থাকবে। এই ট্রায়ালের উপর ভিত্তি করেই খুব দ্রুত বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করবে চতুর্থ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। শনিবার সকাল ৮ টায় পটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পটনা স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে। ট্রেনটি দুপুর আড়াইটার মধ্যে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছয়। পূর্ব রেল সূত্রে খবর পটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে দুপুর ৩.৫৫ মিনিটে ছেড়ে আসানসোল, জাসিডি, লক্ষীসরাই, মোকামা হয়ে রাত ১০.৩৫টায় পটনায় পৌঁছয়। চলতি মাসের শেষের দিকে এই নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটির সূচনা হতে পারে । সপ্তাহে ৬ দিন ওই রুটে ট্রেনটি চলবে। পটনা-হাওড়া রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সম্ভাব্য ভাড়া হতে পারে ২৬৫০ টাকা। এছাড়াও এসি এক্সেকিউটিভ চেয়ার কারের টিকিটের দাম ২৬৫০ টাকা হতে পারে বলেই সূত্রের খবর। যদিও খুব দ্রুত যাত্রা শুরুর দিন ও টিকিটের দাম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে।

বৃষ্টি হলে মাছি-মৌমাছির উৎপাত বাড়ে ওষুধ দিলে আবার ঠিক হয়ে যায়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাটাডাঙ্গায় সম্মেলনি ক্লাব সন্নিহিত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝোলানোর অভিযোগ উঠল দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা। সেদিন ওই কার্যালয়ের কর্মীরা আগামী ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পানিহাটির লোকসংস্কৃতি ভবনে প্রস্তুতি সভায় যোগ দিয়েছিলেন। এই সুযোগের দলের একাংশ ওই কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যানার ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। যদিও পরে তালা ভেঙে দেন স্থানীয় কর্মীরাই। দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর শনিবার রাতে কাটডাঙায় সেই দলীয় কার্যালয়ে আসেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। তবে এদিন দলীয় কার্যালয়ের সামনে কর্মী-সমর্থকদের ভিড় উপচে পড়েছিল। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, 'বৃষ্টি হলে মাছি-মৌমাছির উৎপাত বাড়ে। ডেঙ্গুরও প্রকোপ বাড়ে। ওষুধ দিলে আবার ঠিক হয়ে যায়।' সাংসদের সংযোজন, বামজমানায় এখানে দলীয় কার্যালয় গড়ে তোলা হয়েছিল। পুরনো কর্মী দীপেন আচার্যরা এই অফিস তৈরি করেছিলেন। এখন এই কার্যালয়ে পুরানো কর্মীদের পাশাপাশি ছাত্র-যুবরা বসেন। আর কাঁকিনাড়া ইনচেক টায়ার কারখানার কাছে ট্রেড ইউনিয়নের অফিস আছে। তবুও এখানে ট্রেড ইউনিয়নের ব্যানার কেন লাগানো হয়েছিল, তা জানি না। সাংসদের দাবি, এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট

হচ্ছে। সাংসদ ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর দেব প্রসাদ সরকার, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, তৃণমূল নেতা মন্নু সাউ প্রমুখ।

বাংলার হিংসা থেকে মুক্ত হবে দ্রুত, তৃণমূলকে তোপ দেগে দাবি সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বিজেপির ক্ষেত্রীয় পঞ্চায়েতী পরিষদের সম্মেলন অংশ নিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ একাধিক প্রতিনিধি। ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। উলুবেড়িয়ায় আয়োজিত সম্মেলন থেকে সুকান্ত বলেন, 'বাংলার হিংসা চক্রের থেকে মুক্তি পাবে দ্রুত। আমাদের সম্মেলন চলছে। এতে রাজ্যের তথা বিভিন্ন প্রদেশের জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতি কিভাবে উন্নয়ন করছে তা এই সম্মেলনে প্রদর্শিত হচ্ছে । প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি বক্তব্য রেখে আমাদের পথ প্রদর্শন করবেন। এছাড়াও বাংলার মানুষ দেখুক উন্নয়ন কাকে বলে। জে পি নাড্ডার স্ত্রী নিজে বাঙালি। তিনি বাংলার বিষয়ে খবর রাখেন। আমরাও তাকে সময়ে সময়ে তথ্য দিই। পশ্চিমবঙ্গে গত ৩০-৪০ বছর ধরে হিংসার ঘটনা ঘটছে। এই চক্রের থেকে খুব দ্রুত মুক্ত হবে।' শনিবারের এই শিবিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েতের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হিংসা ও অশান্তির ঘটনা নিয়ে সমালোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি বিজেপি সরকারের কার্যকালে পূর্ব ভারত সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে যে উন্নয়ন ও বিকাশের কাজ চলছে সেই বিষয়গুলো জনসমক্ষে নিয়ে আসার জন্য উপস্থিত সদস্যদের আবেদন জানান। এছাড়াও মণিপুরকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা শুধু রাজনীতি করছে প্রধানমন্ত্রী তারও সমালোচনা করেন। পাশাপাশি এই বছরেও 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিকে যথাসম্ভব সংখ্যাধিক বাড়িতে অংশগ্রহণ করানোর দায়িত্ব নিতে হবে বলে জানান তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ ই আগষ্ট, ২৭ শে শ্রাবণ রবিবার, দ্বাদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা বিংশোত্তরী রাহুর মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধি সহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা, কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভূক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতন থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। পিস্টো কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শ্বশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন, আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো।

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। ব্যাধব দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে ,আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলী দের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

LEGAL NOTICE

Before the Hon'ble District Consumer Disputes Redressal commission, Hooghly Case No. EA/27/2023, Notice to the opposite parties No. 1, M/s. Senco Jewellery Palace Abhusan Pvt. Ltd. 2. The Director/ Managing Directory Authorised Person/ owner/s of M/s. Senco Jewellery Palace Abhusan Pvt. Ltd. 3) Shampa Das, Sales Executive of M/s. Senco Jewellery Palace Abhusan Pvt. Ltd. Address at 118, Rash Behari Avenue, Kolkata-700029 to appear before the Ld. Court.

Sd/- Registrar

বিজ্ঞপ্তি

In the 6th Court of the Addl. District Judge Paschim Medinipore

O.S. No. 10 of 2021

Sri Sankar Paul ...Petitioner

-Vs-

Sri Madhusudan Paul and others ...Opposite Party

এতদ্বারা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, শ্রী শংকর পাল, পিতা- স্বর্গীয় গৌরহরি পাল, সাকিন- উত্তর নিমকি মোহাড়, পোষ্ট- মোহাড়, থানা- সবং জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, মহামান্য ডিষ্ট্রিক্ট জজ, পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে মৃত গৌরহরি পাল এর উইল প্রবেট এর জন্য O.S. No. 10/2021 মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা আগামী ২২-০৯-২৩ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে।

তপশীল

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- সবং, মৌজা-নিমকি মেহাড়, জে.এল নং- ৩৯৮, খতিয়ান নং- ৪৮০, দাগ নং- ১২৩২, ১২৩৬, ১২৩৭

আদেশানুসারে
Lina Chowdhury
Seristadar
Court of District Judge
Paschim Midnapore

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ekdin_page_3_ARO KHABAE PAGE-1.qxd 8/12/2023 10:14 PM Page 1

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ১৩ অগস্ট ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩০, রবিবার

বজবজে জোড়া খুন, ধৃত মূল অভিযুক্ত তৃণমূলের বুথ সভাপতি

জমির দালালি সংক্রান্ত শত্রুতার জেরে খুন: এসপি

দু'জনই বজবজ ১ নম্বর ব্লকের নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। শনিবার সকালে দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করছে বজবজ থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মূল অভিযুক্ত অসীম বৈদ্য তৃণমূলের বুথ সভাপতি। মৃতরা দু'জনেই বজবজ এক নম্বর ব্লকের নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা।

গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত তৃণমূলের বুথ সভাপতি অসীম বৈদ্য।

নিজস্ব প্রতিবেদন, বজবজ: পুরনো শত্রুতার জেরে শুক্রবার রাতে বজবজে জোড়া খুন। মৃত দু'জনের নাম মহাদেব পুরকাইত (৪২) ও তাঁর বন্ধু গণেশ নস্কর (৪৮)। দু'জনই বজবজ ১ নম্বর ব্লকের নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। শনিবার সকালে দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করছে বজবজ থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মূল অভিযুক্ত অসীম বৈদ্য তৃণমূলের বুথ সভাপতি। মৃতরা দু'জনেই বজবজ এক নম্বর ব্লকের নিশ্চিন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা।

শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ বজবজ পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলা সংঘ ক্লাবের কাছে জোড়া খুনের ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহাদেব পুরকাইত (৪০) ও গণেশ নস্করের সঙ্গে অভিযুক্ত অসীম বৈদ্যের দলের বচসা বাধে। দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। পরে দুজনের দেহ উদ্ধার হয়। যদি প্রত্যক্ষদর্শী ও মৃতদের পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে মহাদেব ও গণেশকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়েছে। তারপর গলার নলি কেটে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।

পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, মহাদেব ও গণেশ রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর প্রত্যেকদিনের মতো পান খেতে বের হন। দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেলেও মহাদেব বাড়ি না ফেরায় তাঁর স্ত্রী মহাদেবের ভাইকে খোঁজ নিতে বলেন। এরপর মহাদেবের ভাই দাদাকে খুঁজতে গিয়ে দেখেন শীতলা সংঘ ক্লাবের কাছে অসীম বৈদ্য-সহ বেশ কয়েকজন যুবক হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মহাদেবের ভাইকে দেখে তাকেও তাড়া করে অভিযুক্ত যুবকরা। মহাদেবের ভাই বাড়ি এসে থানায় ফোন করে পুলিশকে বিষয়টি জানায়। এরপর পুলিশ এলে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, দাদা মহাদেব এবং গণেশ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি দেহ উদ্ধার করে খড়িবেরিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রাতেই স্থানীয় মানুষ ও মৃতদের পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বজবজ থানায় অবস্থান করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ, মূল অভিযুক্ত অসীম বৈদ্য তৃণমূলের বুথ সভাপতি। পুলিশের সঙ্গে অভিযুক্তদের সখ্যতা থাকায় পাড়া-প্রতিবেশীদের সবসময় ভয় দেখাতেন। অসীম বৈদ্য ও তার সঙ্গীদের ভয়ে তটস্থ থাকতেন এলাকাবাসীরা। যদিও পুলিশ বিষয়টি অস্বীকার করেছে। শুক্রবার রাতে এলাকায় থেকে কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। শনিবার সকালে মূল অভিযুক্ত অসীম বৈদ্য-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'মহাদেব পুরকাইত (৪০) ও গণেশ নস্করের সঙ্গে স্থানীয় শীতল সংঘ ক্লাবের কাছে প্রথমে বচসা ও হাতাহাতি হয়। এরপরে ঘটনাস্থলে মাধব ও গণেশ দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ অসীম বৈদ্য, প্রসেনজিৎ নস্কর, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে চার জনের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম তৈরি করা হয়েছে। ধৃতদের সঙ্গে মৃত দু'জন ব্যক্তির পুরনো আক্রোশ ছিল। জমির দালালি সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই বিবাদ ছিল। তবে সম্পূর্ণ তদন্তের পর বিস্তারিত জানানো হবে।' স্থানীয় মানুষের অভিযোগ ধৃতদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক থাকায় খুনের ঘটনা ঘটেছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে পুলিশ সুপার বলেন, 'এমন কোনও তার জানা নেই। তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।' ধৃতদের আদালতে পাঠিয়ে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হলে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজত হয় তিন জনের।

প্রেম নিবেদন করতে না পারায় সমকামী তকমা স্বপ্নদীপকে!

'র‍্যাগিং'-এর অভিযোগ অন্য পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নদিয়ার বগুলার বাসিন্দা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপের মৃত্যুর নেপথ্যের কারণ কী! তা নিয়েই চলছে বিচার-বিশ্লেষণ। উঠে আসেছে একের পর এক তথ্য। সূত্রের খবর, বাংলার প্রথম বর্ষের পাঁচ ছাত্রছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে 'র‍্যাগিং' চলাকালীন এক সহপাঠিনীকে 'প্রেম নিবেদন' করতে না পারায় তাঁকে সমকামীর তকমা দেন সিনিয়াররা যা স্বপ্নদীপ মেনে নিতে পারেননি। জানা গিয়েছে, সেদিন বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের আরও কয়েকজন ছাত্র এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

তদন্তকারী আধিকারিকেরা বাংলা বিভাগের পড়ুয়াদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছেন, স্বপ্নদীপ হস্টেলের 'সিনিয়র' আবাসিকদের র‍্যাগিংয়ের শিকার। হস্টেলের আবাসিকদের অভিযোগ, গত মঙ্গলবার থেকেই আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন স্বপ্নদীপ। জিজ্ঞাসা করা হলে আবাসিকদের ছাত্রটি জানান, বাংলা বিভাগে ক্লাসেই কয়েকজন 'সিনিয়র' তাঁকে র‍্যাগিং শুরু করেন। প্রথম বর্ষেরই এক ছাত্রীকে বলেন প্রেম নিবেদন করতে। এই ঘটনায় ওই ছাত্রীও সংকোচে পড়ে যান। ওই অবস্থায় কিছুতেই সহপাঠিনীকে প্রেম নিবেদন করতে পারছিলেন না স্বপ্নদীপ। তখনই তাঁকে ঘিরে শুরু হয় সিনিয়রদের মস্করা। কয়েকজন স্বপ্নদীপকে 'সমকামী' বলতে থাকেন। কয়েকজন বলেন, হস্টেলে গেলে সমকামীদেরই শিকার হতে হবে তাঁকে।

এদিকে এই ঘটনায় ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায় জানান, তাঁকে ফোন করে এক ছাত্র বলেছেন স্বপ্নদীপকে কেউ বলেছিল, হস্টেলে থাকলে ছাদ থেকে ঝাঁপাতে হয়। হস্টেলে ফিরে আসার পর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্বপ্নদীপ বলতে থাকেন, তিনি সমকামী নন। প্রথমে চারতলার একটি ঘরে গিয়ে অন্য সিনিয়র আবাসিকদের এই কথা বলেন। এর পর প্রথমে নিজের ঘরে গিয়ে ফের দুই রুমমেটকে বলেন একই কথা। ৬৫ নম্বর রুমে গিয়ে দরজা লক করার চেষ্টা করেন। তাঁকে বাধা দিতে গেলে অন্যদের সঙ্গে তাঁর ধাক্কাধাক্কি হয়। ফের নিজের ঘর ৬৮ নম্বর রুমে ফিরে আসেন স্বপ্নদীপ। অস্বাভাবিক আচরণ করতে করতে খুলে ফেলেন জামাকাপড়। একটি গামছা পরে বারান্দা দিয়ে দৌড়তে থাকেন। ঘন ঘন বাথরুমে যান। আবার কখনও বা বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়রদের বলতে থাকেন, তিনি সমকামী নন। বুধবার রাতে এই ঘটনার সময়ে ওই হস্টেলে আরও কয়েকজন অন্যান্য বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। অন্যান্য বিভাগের ছাত্রদের অভিযোগ, হস্টেলের ছাত্ররা তাঁকে বিবস্ত্র করে র‍্যাগিং করেন। তাঁকে ওই অবস্থায় বারান্দায় দৌড়তে বলে হয়। তবে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল কি না, তা নিয়েও তদন্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অক্টোবরে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসবের সূচনায় ঢাকে পড়বে কাঠি। কুমোরটুলিতে তৈরি হচ্ছে দুর্গা প্রতিমা। ছবি: অদিতি সাহা

মেট্রোর কাজ টেকনোপলিস মোড়ে, বিকল্প পথে যাতায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টেকনোপলিস মোড়ের কাছে মেট্রোর কাজ চলছে। মেট্রো রেলের কাজের জন্য রবিবার থেকে বন্ধ হতে চলেছে এয়ারপোর্টের দিক থেকে সল্টলেকের দিকে যাওয়ার রাস্তা। সাধারণের সুবিধার জন্য বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, নিউটাউন নারকেল বাগান মোড় থেকে এম আর ধরে চিংড়ি ঘাটার দিকে যাওয়া যাবে। সল্টলেকের দিকেও যাওয়া যাবে। নারকেল বাগান মোড় থেকে নতুন ব্রিজ ধরে গোদরেজ ওয়াটার সাইট রিং রোড ধরে এসডিএফ হয়ে চিংড়িঘাটা যাওয়া যাবে। নিউটাউন বক্স ব্রিজ থেকে নেমে কেয়া মোটর্স হয়ে ফিলিপস মোড়, আরএস সফটওয়্যার মোড় হয়ে যেতে পারবে কলকাতামুখী যান। এলবি রোড বা সল্টলেকের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন হলে কেয়া মোটর্সের সামনে হয়ে টেকনো পলিস বিল্ডিংয়ের ব্যাক সাইড দিয়ে নিজের গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারেন। বিকল্প

পথেও যদি কারও অসুবিধা হয়, ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের রুটিন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। তবে এয়ারপোর্টমুখী রাস্তায় কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

জট কাটিয়ে অবশেষে শুরু হয়েছে টেকনোপলিস মোড়ের কাছে নবদিগন্ত মেট্রো স্টেশন তৈরির কাজ। নিউ গড়িয়া থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত মেট্রো প্রকল্পের এটি হবে ১৩ তম স্টেশন। ১৮০ মিটার লম্বা ও ৩৫ মিটার চওড়া এই মেট্রো স্টেশনের কাজ আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বিধাননগর ডিসি ট্রাফিক ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি ট্রাফিক ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানান, টেকনোপলিস মোড়ের কাছে একসপ্তাহ হয়ে গেছে মেট্রোর কাজ শুরু হয়েছে। এখনও রাস্তা বন্ধ করা না হলেও, রবিবার থেকে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ এই রাস্তা বন্ধ করে দেবে। বিকল্প অবশ্য একাধিক রাস্তা থাকায় খুব বেশি অসুবিধে হবে না বলেই আশা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-উপাচার্য নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে সুহৃতা পালকে। এরপরই উপাচার্যহীন স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসক দেবাশিস বসুকে এবার সহ-উপাচার্য নিয়োগ করা হল স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের বায়োকেমিস্ট্রির অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সহ-উপাচার্য পদের দায়িত্বগ্রহণ ঘিরেও গতকাল চূড়ান্ত নাটকীয়তা স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপাচার্যের ঘর তালাবন্দি থাকার কারণে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নতুন দায়িত্ব পাওয়া সহ-উপাচার্য চিকিৎসক দেবাশিস বসুকে। শেষে স্বাস্থ্য ভবনের হস্তক্ষেপে সন্ধের আগে দায়িত্বগ্রহণ করেন তিনি। এদিকে শুক্রবার উপাচার্য পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে দেখা গেছে সুহৃতা পালকে।

উল্লেখ্য, বিগত কয়েক সপ্তাহে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক দফায় চিঠি গিয়েছে রাজভবন থেকে। উপাচার্য পদে কীভাবে সুহৃতা পাল বসে ছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে চিঠি পাঠানো হয় রাজভবন থেকে। তিনবার চিঠি পাঠানো হয় আচার্য তথা রাজ্যপালের থেকে। এই চিঠিতে কেন সুহৃতা পাল উপাচার্য পদে বসে রয়েছেন, তার জবাব দেওয়ার জন্য শেষে ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল রাজভবন।

এরপর এই শোকজের যে জবাব রাজভবনে গিয়েছিল তাতে রাজ্যপাল তথা আচার্য তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না বলে রাজভবন সূত্রে খবর। এরপরই উপাচার্য পদ থেকে অপসারিত করা হয় সুহৃতা পালকে। সেই থেকে উপাচার্যহীন স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়। আর এসবের মধ্যেই এবার অভিভাবকহীন স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-উপাচার্য নিয়োগ করা হল। দায়িত্ব দেওয়া হল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের বায়োকেমিস্ট্রির অধ্যাপক দেবাশিস বসুকে।

মধ্যরাতে আগুন কাগজের গোডাউনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার মধ্যরাতে আগুন লাগে গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেনের এক কাগজের গোডাউনে। প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে রাত প্রায় ১ টা নাগাদ।

জানা গিয়েছে, ৭/১ গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেনে রয়েছে একটি কাগজের কার্টুনের গোডাউনে প্রথম আগুন দেখেন স্থানীয়রাই। তাঁরাই তড়িঘড়ি ছুটে যান ওই আগুন নেভাতে। প্রতি রাতেই গোডাউনের ভিতরেই থাকেন কর্মচারীরা। স্থানীয় লোকজনই কর্মীদের বের করেও আনেন। খবর দেওয়া হয় দমকলেও। দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। তবে দমকল কারমীদের প্রাথমিক ভাবে বেগ পেতে হয় এই আগুন নেভাতে। কারণ, রাস্তা থেকে গোডাউনের দূরত্ব অনেকটাই বেশি। সরু গলিতে এই কাগজের গোডাউন হওয়ায় দমকলের ইঞ্জিন সেখানে পৌঁছতে পারেনি।

এই অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে দমকল আধিকারিকেরা জানান, গোডাউনের ভিতরে ছিল সার সার কাগজের কার্টুন। ফলে আগুন অতি দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কী কারণে আগুন লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলের। উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে বউবাজারের একটি বহুতলে আগুন লাগে। ওই বহুতলের ওপরের দিকে থাকে বেশ কিছু পরিবার। বেসমেন্টে ছিল আঠার গোডাউন। সেই গোডাউন থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। দাহ্য পদার্থ থাকায় আশঙ্কা বাড়ে, তবে দমকলের চেষ্টায় দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন।

ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহার প্রোটন থেরাপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্যানসারের চিকিৎসায় নয়া দিশা দেখাচ্ছে প্রোটন থেরাপি। কলকাতার একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে এইভাবে চিকিৎসা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, প্রোটন থেরাপি হল বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক রেডিয়েশন থেরাপি। অন্তত হাজার জন ক্যানসার রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে প্রোটন বিম থেরাপিতে।

ডাক্তাররা বলছেন, প্রোটন থেরাপিতে এক্স-রে ব্যবহার করা হয় না সাধারণত। তবে অনেক সময় প্রোটন বিম থেরাপির সঙ্গে কেমোথেরাপি ও ইমিউনোথেরাপিও একসঙ্গে করেন চিকিৎসকরা। রোগীর শরীরে ক্যানসার কতটা ছড়িয়েছে বা রোগী কী অবস্থায় আছে, সেসব দেখেই থেরাপির পদ্ধতি ঠিক করা হয়।

প্রোটন হল তড়িৎ ধনাত্মক কণা। আলোর গতিতে ছুটে চলা

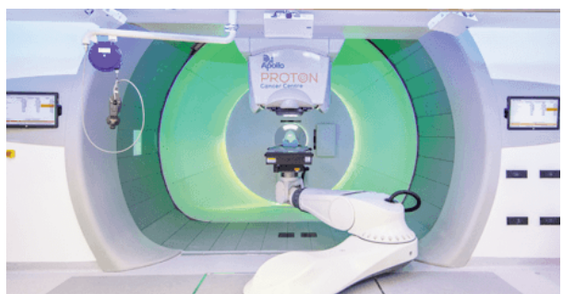

প্রোটন কণা টার্গেট লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলে সেখানে গিয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যে আঘাত করতে পারে। ডাক্তাররা হিসেব কষে ক্যানসার কোষ লক্ষ্য করে প্রোটন কণা ছুঁড়ে দেন। সেখানে গিয়ে প্রতি পয়েন্টে (পেনসিল পেন্টিং) আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে সে। আশপাশের সুস্থ কোষকে ছোঁয় না। ফলে আক্রান্ত জায়গায় পুরো এনার্জি পৌঁছতে পারে এবং দ্রুত কাজ হয়। সিনক্রোটন বা সাইক্লোট্রন নামে এক ধরনের মেশিন আছে, যার মাধ্যমে প্রোটন কণাকে আলোর গতিতে ছুড়ে দেওয়া হয়।

ফৌজদারি মামলা থাকলেও মিলবে পাসপোর্ট: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফৌজদারি মামলায় থাকলেও পাসপোর্ট পেতে সমস্যা হবে না। একটি মামলায় এক মহিলার পাসপোর্ট দেওয়ার পক্ষে রায় দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ৭ দিনের মধ্যে মামলাকারীকে ওই আবেদনকারীর পাসপোর্টের জন্য নিম্ন আদালতকে নো-অবজেকশন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। পাসপোর্ট অথরিটিকে আদালতের নির্দেশ, এক মাসের মধ্যে তাঁর পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যাবস্থা করতে হবে।

আদালত পর্যবেক্ষণে বলেছে, অভিযুক্ত হলেই যে তিনি পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকার হারাবেন, এটা হতে পারে না। কারণ তাতে সংবিধানের ১৪ ও ১৯ নং বিধিভঙ্গ হয়। এমনই পর্যবেক্ষণে এক মহিলার পাসপোর্ট দেওয়ার পক্ষে রায় দিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার এই সংক্রান্ত মামলায় আগামী ৭ দিনের মধ্যে মামলাকারীকে ওই আবেদনকারীর পাসপোর্টের জন্য নিম্ন আদালতকে নো-অবজেকশন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সব্যসাচী

ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে মামলাকারীর আইনজীবী কমলেশ ভট্টাচার্য ও উত্তমকুমার রায় জানান, হুগলির আরামবাগের বাসিন্দা দেবরিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই ফৌজদারি মামলায় অভিযোগ রয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় পবিত্র সরকার নামে এক যুবকের হঠাৎ-ই মৃত্যু হয়। ওই যুবকের মৃত্যুর পরে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া যায়। সেই সূত্রেই অভিযুক্ত হন মামলাকারী। ফৌজদারি মামলা হয় দেবরিমার বিরুদ্ধে। এর পর তিনি পাশপোর্টের আবেদন করলেও তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। যদিও এদিন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জানিয়ে দিলেন, কারও বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা থাকলেই তিনি পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না।

সাত সকালে বাড়ি গিয়ে মহিলাকে কোপ প্রেমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রেমিকের সঙ্গে ঝামেলা। তার জেরে সাত সকালে বাড়ি এসে প্রেমিকাকে কোপানোর অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ গলফ গ্রিনের রিজেন্ট কলোনিতে এই ঘটনা ঘটে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই তরুণী এম আর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি।

জানা গিয়েছে মহিলাকে উদ্ধার করেন তাঁর প্রাক্তন স্বামী। তিনিই প্রাক্তন স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সকাল স্থানীয় সূত্রে খবর, তরুণীর বিবাহ বিচ্ছেদের পর এই যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক হয়। প্রাক্তন স্বামীর দাবি, এদিন সকালে কাজে যাওয়ার সময় প্রাক্তন স্ত্রীকে কোপাতে দেখে তিনি ছুটে যান। তাঁকে দেখেই চম্পট দেয় অভিযুক্ত প্রেমিক। কী কারণে হামলা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে অভিযুক্ত যুবক অভিজিৎ সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে লর্ডস মোড়ের কাছে অভিজিৎ সরকারের বাড়িতে গিয়ে মদ্যপান করেন যুবতী। পুলিশ সূত্রে খবর, এরপর গভীর রাতে প্রেমিকের বাড়ি থেকে ফিরে আসেন ওই যুবতী। যুবতী চলে আসার পর যুবক দেখেন যে তার বাড়িতে মোবাইল চার্জিংয়ের পাওয়ার ব্যাঙ্ক নেই। এরপর তা খোঁজ করতে ভোরে যুবতীর রিজেন্ট কলোনির বাড়িতে পৌঁছন।

মহিলা পাওয়ার ব্যাঙ্ক নিয়ে আসার কথা অস্বীকার করলে শুরু হয় বচসা। এরপর আচমকা ছুরি বের করে তাঁকে কোপাতে শুরু করেন তিনি। অভিজিৎ স্বীকার করে নেন, পাওয়ার ব্যাঙ্ক আর টাকা চুরি করে ফেরত দেননি বলেই মেরেছেন তিনি।

সম্পাদকীয়

সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করে শুধু ক্লান্ত হয়, আর কিছুই করতে পারে না

সম্প্রতি অর্থমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভাগবত কারাদ সংসদে জানিয়েছেন, শুধু মিনিমাম ব্যালান্স মেনটেনে ব্যর্থতার জন্য গ্রাহককে গুনাগার দিতে হয়েছে ২১ হাজার কোটি টাকা। এটিএম থেকে টাকা তোলার ঊর্ধ্বসীমা লঙ্ঘনের কারণে গ্রাহকের ঘাড় মটকে আদায় করা হয়েছে আরও ৮ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া এসএমএস চার্জ বাবদ গ্রাহকরা মিলিতভাবে আরও ৬ হাজার কোটি টাকা মেটাতে বাধ্য হয়েছেন। ব্যাঙ্কগুলিও অবশ্য বেচারা, তারা হুকুমের দাস। হুকুমত যা ফরমান দেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সেটাই করতে বাধ্য। গ্রাহকের বক্তব্য শুনতে চাইলে তাঁরা এটাই জানতে পারতেন যে, লক্ষ লক্ষ গ্রাহক কোনও শখে এই 'অপরাধ' করেননি, তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। দেশের সরকার বাহাদুরই তাঁদের এমন 'অপরাধী' হয়ে উঠতে বাধ্য করেছে। নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর কৌটিল্য নির্মলা সীতারামনের হুকুম রয়েছে, যত দিক থেকে সম্ভব সাধারণ গ্রাহককে দুয়ে নিতে হবে। কী কারণ? লোকসানে লোকসানে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির শিরে সংক্রান্তি! ব্যাঙ্ক বাঁচাতে আয় বাড়াতেই হবে। আয়বৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কাউকেই চোখে পড়ে না মোদি সরকারের। সরকারি কোষাগার ধুঁকছে? মোদি সরকারের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সৎ পরামর্শ মেলে;বেশ, কর হার বাড়াও, কর সংগ্রহের ক্ষেত্র বাড়াও, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মাশুল বাড়াও। এইভাবে সবধরনের খাদ্য, রান্নার গ্যাস, পেট্রল, ডিজেল, পোশাক, চিকিৎসা, শিক্ষা, গৃহ, ভ্রমণ প্রভৃতি সবই অগ্নিমূল্য হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করে শুধু ক্লান্ত হয়, আর কিছুই করতে পারে না;এ এক পরীক্ষিত সত্য। অতএব, সার্থকভাবেই চলুক 'অপারেশন নাগরিকের ঘাড় মটকানো'। কিন্তু এই বাজারে কোনওমতে বেঁচে থাকতে গিয়ে যে গরিব, এমনকী মধ্যবিত্তেরও পকেটর ফাঁকা হয়ে যায়, নতুন মাস পড়তে না পড়তেই! আবার এরই মধ্যে ব্যাঙ্কগুলি গ্রাহককে সতর্ক করে চলেছে, 'মিনিমাম ব্যালান্স' মেনটেন না করলে জরিমানা দিতেই হবে। এমনকী ডেবিট কার্ড মারফত এটিএম থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বারের বেশি টাকা তুললেও দিতে হবে অর্থদণ্ড। ওইসঙ্গে গ্রাহককে সচেতন সজাগ রাখার নামে এসএমএস চার্জ বাবদ তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়মিত হালকা করার তৎপরতাও অব্যাহত। সরকার এবং ব্যাঙ্কগুলি শুধু ধনকুবেরদের সামনে গিয়েই অসহায় বোধ করে। দেশের অর্থ ও সম্পদের বেশিরভাগটা কুক্ষিগত করে রাখার পরেও তাঁদের একাংশ ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে নিয়ম করে প্রতারণা করেন; হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েও পরিকল্পনা মাফিক শোধ দেন না। মামলা লড়ে লড়ে ক্লান্ত ব্যাঙ্কগুলিকে সরকার নির্দেশ দেয়;কুঋণ (ব্যাড ডেট) এবং অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ) হটাও (রাইট অফ)। ব্যালান্স শিটে এসব বেশি থাকলে ব্যাঙ্কগুলিকে ভীষণ অসুস্থ বা রুগ্ন দেখায়। অতএব, এসব নিয়মিত নিয়ম করে হটাও, ব্যালান্স শিট সাফসুতরো করে তোলো। কিন্তু উদোর পিণ্ডি চাপানো হবে কার ঘাড়ে? কেন বুধো আছে তো! হ্যাঁ, মোদি সরকারের বুধো, মানে আম জনতাকে পিষে মারার কারবারের আজ রমরমা।

জন্মদিন

আজকের দিন

শ্রীদেবী

১৮৪৮ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রেণুকা চৌধুরীর জন্মদিন।
১৯৬৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীদেবীর জন্মদিন।

র‍্যাগিং — ফের একটা বড় প্রশ্ন তুলে দিল শিক্ষাজগতে

অশোক সেনগুপ্ত

উত্তরপ্রদেশের আজমগঞ্জের মণীশ আর প্রায় ১৫৩১ কিলোমিটার দূরের নদিয়ার বগুলার স্বপ্নদীপ দুই কিশোর প্রায় একসঙ্গেই খবর হল নিজের জীবন দিয়ে। দুজনেরই অস্বাভাবিক মৃত্যু। স্বপ্নদীপ চলে গেল ৯ আগস্ট গভীর রাতে, আর মণীশ ১১ আগস্ট।

যাদবপুরে সদ্য পড়তে আসা স্বপ্নদীপকে নিয়ে এই মুহূর্তে উত্তাল গোটা বাংলা। নির্দোষ ছেলেটিকে র‍্যাগিংয়ের জেরে মৃত্যুর অভিযোগ আনা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ই এক সদ্য প্রাক্তন পড়ুয়া অর্থাৎ 'দাদা'-কে। আর মণীশ পড়ত রাজস্থানের কোটায় ইঞ্জিনিয়ার তৈরির এক আধুনিক পাঠশালায়। তার বাবা ওই দিন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ফিরে যাওয়ার পথে হঠাৎ ছেলেকে ফোন করেন। কেউ ফোন না ধরায় প্রতিষ্ঠানের এক কর্মীকে ছেলের ঘড়ে খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন। সেই কর্মী মণীশকে দেখেন বেডকভারে গলায় ফাঁস দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলতে।

কোটার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবছর নাকি ১৯ জন পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এর কটি হত্যা বা আত্মহত্যায় বাধ্য করা; তার বিশদ খবর এ রাজ্যে আসেনি। তবে স্বপ্নদীপকে নিয়ে হইচইয়ের সঙ্গত কারণ আছে বই কী!

গত কয়েক বছর ধরে সিঙ্গুরের রানি রাসমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব সামলিয়েছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানি ডঃ আশুতোষ ঘোষ। ২০১৫-'১৬তে তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, 'আমি গত প্রায় এক দশক প্রশাসক হিসাবে আমার বিভাগে কোথাও র‍্যাগিংয়ের সমস্যা দেখিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে যখন ছিলাম হোস্টেল সুপারকে আবেদন করেছিলাম এদিকটায় কড়া নজর রাখতে এবং প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে।'

আশুতোষবাবুর মতে, 'এই নজরদারি এবং চটজলদি ব্যবস্থা নেওয়াটা খুব দরকার। পুলিশ জেনেছে স্বপ্নদীপের অস্বাভাবিক মৃত্যুর আগে তাঁর ব্যাপারে অন্তত বার দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরমহলে ফোন গিয়েছিল। বিভিন্ন মহলে তাই প্রশ্ন উঠছে কেন ডিন এবং সুপার দ্রুত ব্যবস্থা নিলেন না? নিলে হয়ত এই বিয়োগান্তক ঘটনা এড়ানো যেত।'

এই প্রশ্নের উত্তর এই প্রতিবেদককে দিয়েছেন আর এক প্রাক্তন উপাচার্য, একটি বেসরকারি নামী প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ডঃ বাসব চৌধুরী। ১৪ বছর তিনি এ রাজ্যের একাধিক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদে ছিলেন। তিনিও বিশ্বাস করেন, 'স্বপ্নদীপের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষর তৎপর হওয়া উচিত ছিল। ছাত্র রাজনীতি এই প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ করেছে। প্রশাসনের কর্তারা তাই অধিকাংশই ধরি পানি না ছুঁই জল নীতি নেওয়ার চেষ্টা করেন।'

২০২২-এর নভেম্বর মাসে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে একবার সরগরম হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়! আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্র দাবি করেন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সদ্য প্রাক্তন এক ছাত্র তাঁকে মারধর করেছে নিউ ব্লক হোস্টেলে। এমনকি কলার ধরে তাঁকে হোস্টেল থেকে বার করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছিল। জানা গেছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ওই ছাত্র বিশেষ ভাবে সক্ষম। সেই কারণে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর 'রাইটার' দরকার হয়। রাইটার খোঁজার জন্যই তিনি নিউ ব্লক হোস্টেলে গিয়েছিলেন। সেখানেই ঘটেছে এই কাণ্ড। প্রথমে গালিগালাজ করার পরে তাঁকে মারধর করা হয়েছে বলে দাবি।

ওই ছাত্র তৎকালীন উপাচার্য সুরঞ্জন দাস এবং ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায়ের কাছে অভিযোগ জানান। অভিযোগ জানান ইউজিসি-র কাছেও। অভিযোগের পরে হোস্টেল থেকে বহিষ্কার করা হয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওই অভিযুক্ত ছাত্রকে।

বাসববাবুর দাবি, সুপ্রিম কোর্ট, ইউজিসি; এরা যথেষ্ঠ কড়া সুপারিশ করেছে। র‍্যাগিং রোখার আইনও আছে। প্রয়োজন সদিচ্ছার সঙ্গে তার রূপায়ণের। কিন্তু সাজাপ্রাপ্ত পড়ুয়া যদি কোনও রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হয়, বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেওয়ার চেষ্টা হয়, তাহলে মুস্কিল। কেবল শাস্তি নয়, ছাত্র সংগঠনের আপত্তিতে কর্তৃপক্ষ নানা সময় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করতে পারেনি।

কিছু উপাচার্য মনে করেন, 'একগুচ্ছ সংগঠন আছে যাদবপুরে। কিছু হলেই পথ অবরোধ, মিছিল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম চিত্র দেখা যায় না। সরকারও সমঝোতার পথে হাঁটাটাই শ্রেয় বলে মনে করে।'

ডঃ আশুতোষ ঘোষও মনে করেন, 'এদিক থেকে যাদবপুরে প্রশাসন বলে কিছু নেই। একটা সীমাহীন নির্লজ্জতা।' যাদবপুরে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ নানা সময়েই ওঠে। বেশিরভাগই ধামাচাপা পড়ে যায়। যেমন, ২০১৫-র আগস্ট মাসে দুই পড়ুয়া (অর্থনীতি, দ্বিতীয় বর্ষ ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, তৃতীয় বর্ষ) র‍্যাগিংয়ের প্রতিবাদ করায় তাঁদের লাঞ্ছিত হতে হয় বলে অভিযোগ। একদল 'দাদা' (সিনিয়র) তাঁদের মুখ বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দেয়।

এক উপাচার্য বলেন, 'প্রচারমাধ্যম সরব হলে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে। অন্যথায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়।' ২০১৩-র ১১ সেপ্টেম্বর দমদমের একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেনির এক ছাত্রীকে বাথরুমে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় এলাকায় প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে। পড়ুয়াদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে না পারায় ভাঙচুরের চেষ্টাও হয়। স্কুলের অধ্যক্ষা পদত্যাগে বাধ্য হন। তাঁকে-সহ ১৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সহমর্মিতা দেখাতে সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র নিগৃহিতার বাড়িতে যান। অধ্যক্ষা অবশ্য জামিন পেয়ে অক্টোবর মাসে ফের স্কুলের দায়িত্ব নেন।

সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার এই শীর্ষ সংবাদ আজ আমাদের কারও মনে নেই। ডঃ বাসব চৌধুরী বলেন, 'সুশীল সমাজ কোথায়? নেতারা কোথায়? দলমতের উর্দ্ধে উঠে যদি র‍্যাগিংয়ের প্রতিবাদ আমরা না করতে পারি, দৃষ্টান্তমূলক ২-৪টি শাস্তি যদি না দেওয়া যায়, অভিযুক্তকে বাঁচাতে ছাত্র সংগঠন যদি উদ্যোগী হয়, প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা যদি সদিচ্ছা এবং তৎপরতা না দেখান, র‍্যাগিং বন্ধ করা সত্যি অসুবিধাজনক।'

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত র‍্যাগিং অপসংস্কৃতির বলি

শুভজিৎ বসাক

র‍্যাগিং, কতটা ভয়ানক পর্যায়ে একজন সুস্থ মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে এমনকি তাকে অল্পদিনের মধ্যেই তটস্থ করে দিতে বাধ্য হয় তার সম্প্রতি সাক্ষী হয়ে রইল নদীয়া থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে পড়তে আসা স্বপ্নদীপের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরিণতি। অতীতে অনেক পদক্ষেপ নিলেও এই অপসংস্কৃতির ধারা আজও দিব্যি চলমান। র‍্যাগিং হলো বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রচলিত এমন একটি 'পরিচিতি পর্ব', যার মূল লক্ষ্যই থাকে প্রবীণ শিক্ষার্থী কর্তৃক নবীন শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা। বর্তমানে এই র‍্যাগিং পর্ব আস্তে আস্তে প্রতিটি কর্মস্থলেও প্রবেশ করেছে। এতে অপ্রীতিকর অনেক কাজ করতে বাধ্য করা হয়। র‍্যাগিং মূলত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে প্রচলিত রয়েছে। তবে অনুরূপ সংস্কৃতি বিশ্বের আরো অনেক দেশেই বিদ্যমান। যেমন- উত্তর আমেরিকার দেশগুলোতে একে বলা হয় 'হেজিং', ফ্রান্সে 'বিজুটাহে', পর্তুগালে 'প্রায়ে', অস্ট্রেলিয়ায় 'বাস্টার্ডাইজেশন' ইত্যাদি।

র‍্যাগিং সংস্কৃতির উদ্ভব হাল আমলে নয়। কারণ সেই খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম বা অষ্টম শতক থেকেই র‍্যাগিংয়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তখন এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্রিক সংস্কৃতির। কোনো ক্রীড়া সম্প্রদায়ে নতুন খেলোয়াড় বা শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটলে, তার ভেতর কতটুকু একতা রয়েছে তা ঝালাই করে নিতে এবং তার মধ্যে 'টিম স্পিরিট'-এর বীজ বপন করে দিতে প্রবীণরা মিলে তাকে নানাভাবে উপহাস করত, তার নানা পরীক্ষা নিত, তার শারীরিক ও মানসিক শক্তি যাচাই করত। সময়ের সাথে সাথে এই প্রক্রিয়ায় অনেক পরিবর্তন আসে। একপর্যায়ে সৈন্যদলগুলো এই পদ্ধতিটি অনুসরণ শুরু করে, যেখান থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে এটির প্রবেশ ঘটেছে। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর র‍্যাগিং সংস্কৃতিতে এক বিশাল পরিবর্তন আসে, এবং এটি আগের থেকে আরো বেশি ভয়াবহ, সহিংস ও নৃশংস হয়ে ওঠে। সেই ধারাবাহিকতাই আজকের এই র‍্যাগিং পর্যায়ের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে প্রতিটি কর্মস্থলে এর অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। শুরুতে র‍্যাগিংয়ের নামকরণ করা হতো বিভিন্ন গ্রিক বর্ণ, যেমন- আলফা, ফি, বিটা, কাপা, এপসাইলন, ডেল্টা প্রভৃতির নামানুসারে, এবং এদেরকে বলা হতো গ্রিক লেটার অর্গানাইজেশন বা ফ্যাটার্নিটি। এসব ফ্যাটার্নিটিতে আসা নবীনদেরকে বলা হতো প্লেজেস (PLEDGES)। প্লেজেসদেরকে কেবল কিছু সাহসিকতা, শারীরিক সক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নিয়েই ছেড়ে দেওয়া হতো। কিন্তু একপর্যায়ে এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কোনো একসময় যেটি ছিল কেবলই প্রবীণদের সাথে নবীনদের বন্ধন সুদৃঢ় করার একটি উপায় মাত্র, সেটিই এখন প্রাণঘাতী রূপ হয়ে বিরাজমান। বলতে দ্বিধা নেই র‍্যাগিং সংস্কৃতি যে আজকের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে এই কলুষিত অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটির পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয়িষ্ণু ছাত্র রাজনীতির বড় ভূমিকা রয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আজকের দিনে র‍্যাগিংয়ে যারা নেতৃত্ব দেয়, তাদের অধিকাংশ শুধু সিনিয়ররা নয়, তাদের আরো বড় একটি পরিচয় আছে, তারা কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনটির সদস্য। এরফলে র‍্যাগিং প্রতিহত করা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি দুরূহ হয়ে পড়েছে। তারা চিন্তা করে, আমাদের পেছনে একটি রাজনৈতিক দলের 'ব্যাক আপ' রয়েছে, তাই তারা যা-খুশি-তাই করতে পারে। এমন মানসিকতা থেকেই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংকে আরো এক ধাপ উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেটির নাম দেয়া হয়েছে 'গেস্ট-রুম কালচার'। এটি যদিও সরাসরি ক্যাম্পাস-ভিত্তিক নয়, বরং বিভিন্ন হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদেরকে এই বিশেষ র‍্যাগিংয়ের শিকার হতে হয়।

শুধু তাই নয়, আজ এই র‍্যাগিং-এর পর্যায় বিভিন্ন কর্মস্থলেও পৌঁছেছে। সিনিয়র কর্মীদের তাদের জুনিয়রদের নানাভাবে হেনস্থা করতে দেখা যায়। সেখানে কোথাও রাজনীতির ছাপ রয়েছে আর কোথাও আছে দীর্ঘদিন কাজের একচেটিয়া প্রতিপত্তি। অনেকক্ষেত্রে নবাগত কর্মী যদি সিনিয়রের থেকে শিক্ষিতও হয় সেই শিক্ষাকে হেয় করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি দুই সংস্থাতেই এর প্রভাব রয়েছে। চলে নানা লবি। কে কার প্রিয় হতে পারে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলতে থাকে এখানে। যারা ধাতস্থ হতে পারে না তারাই হয় চক্ষুশূল। তারা ভালো কাজ করার মানসিকতা নিয়ে চললেও সিনিয়রদের অসভ্যতা তাদের দৈন্য পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। দুঃখের বিষয়, আজ যে মানুষটি র‍্যাগিংয়ের শিকার হচ্ছে, সে নিশ্চয়ই আগামীতে এর চেয়ে বেশি মাত্রায় র‍্যাগিং করার পরিকল্পনা করবে। অথবা এর সাথে মেধাবী শিক্ষার্থীরা অনেকেই না পেরে উঠে স্বপ্নদীপের মতো মর্মান্তিক পরিণতির সাক্ষী হয়ে থাকবে। এই অপসংস্কৃতি বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।

অনেকেই ক্যাম্পাসে সিনিয়র-জুনিয়র সম্পর্ককে সুস্থ সম্পর্ক বলে থাকে। যদি সুস্থ সম্পর্কই মনে করে, তাহলে তাদেরকে র‍্যাগিংয়ের নামে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে বাধ্য করা, প্রপোজ করানো, জোর করে গান গাওয়া, নৃত্য করানো ইত্যাদি কখনই শিক্ষার অংশ হতে পারে না। এর মাধ্যমে তারা অপশিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই অপসংস্কৃতির শিকার হয়েই চলে গেল স্বপ্নদীপ। দায় রয়েছে সামাজিক ব্যবস্থার বিশেষ করে উক্ত কর্তৃপক্ষগণ যারা বিষয়টাকে অদেখা করে একে বাড়তে মদত জুগিয়ে চলেছে।

পুস্তক পরিচয়

রাতের ট্রেনের রহস্য গল্প চমৎকার এক সংকলন

সত্যব্রত কবিরাজ

সাধারণভাবে রেলগাড়ির প্রতি মানুষের একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ অনুভব করার আগ্রহ রয়েছে। আর প্রাত্যহিক বা নিত্যযাত্রীদের কাছে রেলগাড়িতো তাদের পছন্দের এক ভ্রমণ হিসেবে গণ্য। কিন্তু যারা নিত্যযাত্রী নন তাদের কাছেও কাজের জন্য এদিক সেদিক যেতে হয় রেলের বিভিন্ন ডিভিশনের মাধ্যমে। কোনও কারণে ট্রেনের বিরম্বের কারণে সন্ধে এবং রাত নেমে আসে তখন স্বাভাবিকভাবেই সহযাত্রীদের দিকে চোখ চলে যায় একটা অজানা আশঙ্কা কাজ করে মনের মধ্যে। তবে সেটা সমায়িক। কারণ সকলেরই গন্তব্যে পৌঁছনোর একটা তাড়া মনের মধ্যে কাজ করে। এর পরেও রয়েছে ট্রেনের গন্তব্যের পরও যদি কাউকে আবারও খানিকটা পথ অতিক্রম করতে হয়। কে জানে গাড়ি ঘোড়া থাকবে কিনা। এসব সাতপাঁচ মনের মধ্যে দাপাদাপি করতে থাকে। লেখক মানুষের আগ্রহের বিষয় নিয়েই লিখেছেন, রাতের ট্রেনের রহস্য গল্প নাম দিয়ে। কিন্তু গ্রন্থটিকে দশটি চমৎকার ছোট রহস্য গল্প রয়েছে। যেগুলির সবই কিন্তু ট্রেনকে নিয়ে নয়। ট্রেনের বাইরেও নানান রসের গল্প রয়েছে। সেগুলিও সুখপাঠ্য। যেমন-রাতের ট্রেনের রহস্য গল্প, বিজ্ঞানী ও বিষকন্যা, সত্যি কথার রশ্মি আভা, এইবার কন্যের ভয় ভেঙেছে, হারিয়ে যাওয়া, অঙ্ক স্যারের ভুলভাল অভিজ্ঞতা, চাঁদ ছুঁয়ে থাকা মেয়েটি, ঘাতক প্রেমিক, নীলাঞ্জন নিরুদ্দেশ ইত্যাদি। গল্পগুলি ছোট কিন্তু একেবারে রহস্য গল্পের আঙ্গিকে রচিত। একবার পড়তে শুরু করলে আর ছাড়া যায় না। বিজ্ঞানী ও বিষকন্যা গল্পে মস্তিস্ক প্রতিস্থাপনের এক রোমাঞ্চকর বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু পড়তে পড়তে গল্পটা যে কখন শেষ হয়ে গেল বোঝাই গেল না। এখানে গ্রন্থকারের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনই এক সত্যিকারের গোয়েন্দার সঙ্গে একই ট্রেনের যাত্রী হয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে কখন যে ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছে গেছে তা বুঝতেও পারা যায়নি। অঙ্ক স্যারের ভুলভাল অভিজ্ঞতা গল্পে পূর্ববঙ্গের মাস্টার মশাইয়ের ভূতের পাল্লায় পড়ার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন লেখক। এবার কন্যার ভয় ভেঙেছে গল্পে ডাকাতের হাত কাটা এবং সব শেষে তার মোকাবিলা করার কাহিনিও দারুণ আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। নিখাদ গল্পের এমনই সব চমৎকার প্লট লেখক সাজিয়েছেন।

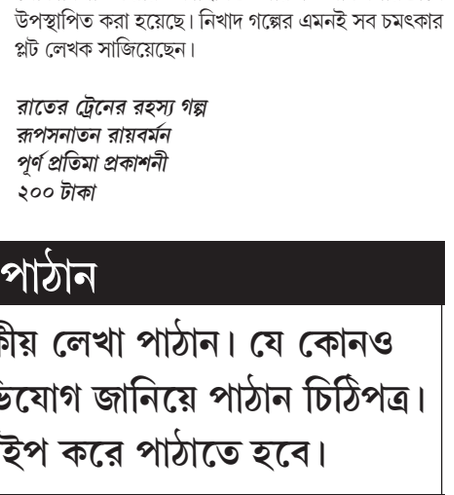

রাতের ট্রেনের রহস্য গল্প
রূপসনাতন রায়বর্মন
পূর্ণ প্রতিমা প্রকাশনী
২০০ টাকা

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যদের ওপর হামলা

রণক্ষেত্র কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যদের ওপর হামলায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। এদিন বোর্ড গঠন চলাকালীন তৃণমূল এবং কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। সেই সময় তৃণমূলের নির্বাচিত এক মহিলা সহ পাঁচজন প্রার্থী হামলার শিকার হন। পঞ্চায়েতের নির্বাচিত এক প্রার্থীর মাথা ফাটিয়ে দেয় কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। শুরু হয় ইট এবং পাথর বৃষ্টি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় আপাতত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত করে রাখা হয়েছে। এই ঘটনার পর বিশাল বাহিনী নিয়ে এলাকায় পৌঁছয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। আহত তৃণমূলের নির্বাচিত প্রার্থীদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। যদিও উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২৮ টি। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিশঙ্কু হয়ে রয়েছে। তৃণমূল পেয়েছে ৯টি আসন। কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট পেয়েছে ১১ টি আসন। নির্দল পেয়েছে ৪টি আসন, বিজেপি পেয়েছে ৪টি আসন। শনিবার দুপুরে পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুসারে কুর্শিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া ছিল। আর সেই বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ার সময় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যরা গ্রাম পঞ্চায়েতে যাওয়ার সময় অতর্কিত তাদের ওপর হামলা চালায় কংগ্রেস শাসিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। তাতেই এক মহিলা সহ পাঁচজন তৃণমূলের নির্বাচিত প্রার্থী জখম হন। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম জানিয়েছেন, কুর্শিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের বোর্ড গঠন করার কথা ছিল। কারণ, এই পঞ্চায়েতটি এবারের নির্বাচনের ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু উন্নয়নের স্বার্থেই বিরোধীরা অনেকেই তৃণমূলের সঙ্গে সামিল হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়টি জানতে পেরেই কংগ্রেসীরা এদিন অতর্কিত হামলা চালায়। পাঁচজন সদস্যকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহিলাদেরও মারধর করা হয়েছে। ঘটনার সময় পুলিশ ছিল না। পুরো বিষয়টি নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম জানিয়েছেন, তৃণমূলিরা পরিকল্পনা করে গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছিল। সেখানেই তাদের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই এই গোলমালের ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তৃণমূল দলের পাঁচজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রার্থী হামলায় জখম হয়েছেন। তাদের অভিযোগ নেওয়া হয়েছে। হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে গোটা এলাকায় তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। শনিবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে।

হার্টের চিকিৎসায় মাইলফলক তৈরি করতে চলছে পুরুলিয়ার রোটারি ক্লাব

বুদ্ধদেব পাত্র ● পুরুলিয়া

এবার অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে হার্টের চিকিৎসা হবে পুরুলিয়া জেলায়। আগামী এক বছরের মধ্যে রোটারি ক্লাব মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে তৈরি হতে চলেছে ক্যাথল্যাব। মেডিকা সুপার স্পেশালটি হাসপাতালের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তৈরি হবে আধুনিক মানের এই ক্যাথল্যাব। মেডিকার সিনিয়ার ভাইস চেয়ারম্যান তথা সিনিয়ার কার্ডিয়াক সার্জন ডঃ কুণাল সরকারের তত্ত্বাবধানে তৈরি হবে আধুনিক মানের এই ক্যাথল্যাব। ডঃ কুণাল সরকার রোটারি ক্লাবে এসে 'ডাক্তার থেকে দূরে থাকুন' শীর্ষক আলোচনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বর্তমানে হার্টের রোগের বৃদ্ধি এবং তার থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। রোটারি ক্লাবের চিকিৎসা পরিকাঠামো দেখে কুণাল সরকার জানান, এখানে ক্যাথল্যাব গড়ে তোলার সব রকম পরিকাঠামো রয়েছে। রোটারি হাসপাতালে হার্টের চিকিৎসা শুরু হলে জেলার বহু মানুষ উপকৃত হবেন। রোটারি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের চেয়ারম্যান অজিত সারাওগি বিষয়টি নিয়ে জানান, জেলার কারো হার্টের সমস্যা হলেই দুর্গাপুর কলকাতায় ছুটে যেতে হয়। জেলার দুঃস্থ গরিব মানুষদের কথা ভেবে রোটারি হাসপাতালে একটি ফ্লোরে কার্ডিয়াক ইউনিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এক বছরের মধ্যে যাতে এই কার্ডিয়াক ইউনিট শুরু করা যায় তারজন্য সব ধরনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

বেশ কয়েকবছর থেকে সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে সব রকমের চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে নজির তৈরি করেছে রোটারি ক্লাব মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। এবার পুরুলিয়ার মতো জেলায় কার্ডিয়াক ইউনিট বা ক্যাথল্যাব তৈরি হলে আগামী দিনে চিকিৎসা ব্যবস্থায় মডেল হিসেবে স্থান করে নেবে প্রান্তিক জেলার এই হাসপাতাল।

তৃণমূলের দখলে রইল গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গত বৃহস্পতিবার কাঁকসা গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন হয়। গতবারের মতো এবারও তৃণমূলের দখলে রইল গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। এবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন শ্রীনন্দা রায় মহান্তি। উপপ্রধান হয়েছেন গণেশ মণ্ডল। শনিবার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান এবং উপপ্রধান তাদের দায়িত্বভার সামলান। শনিবার দুপুরে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদ্য দায়িত্ব পাওয়া প্রধান এবং উপ প্রধানকে সংবর্ধনা জানালেন গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান জয়জিৎ মণ্ডল, এছাড়াও ছিলেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন পূর্ত কর্মাদক্ষ রমেন্দ্রনাথ মণ্ডল, তৃণমূল নেতা বিকাশ রায়, বাবু মুখার্জি সহ কাঁকসা গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীনন্দা রায় মহান্তি এবং উপপ্রধান গণেশ মণ্ডল জানিয়েছেন, দলের পক্ষ থেকে দলের কর্মীরা, তাদেরকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন এবং আগামী দিনে একসঙ্গে এলাকার উন্নয়ন করবেন বলে তৃণমূল কর্মীরা জানিয়েছেন। তৃণমূল কর্মীদের কাছে সংবর্ধনা পেয়ে তারা অত্যন্ত খুশি।

খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: টাকা ধার না দেওয়াতেই ইটভাটার শ্রমিক ছট্টু লহরিকে খুন করা হয়েছিল। সেই খুনের ঘটনায় শনিবার অভিযুক্ত বাপি মুন্ডাকে গ্রেপ্তার করল দেগঙ্গা থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতকে বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য মৃত ছট্টুর কাছে টাকা ধার চেয়েছিলেন বাপি। এই নিয়ে অশান্তির জেরেই ছট্টু লহরিকে গলার নলি কেটে খুনের পর বিদ্যাধরী খালের জলে ফেলে দিয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ছট্টু লহরির বাড়ি ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে। সে দেগঙ্গার নুরনগর পঞ্চায়েতের বেনাপুর গ্রামে একটি ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করতেন। একই ইটভাটার শ্রমিক বাপি মুন্ডা। পুলিশ তদন্তে জানতে পারে, বাপির স্ত্রী চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। দুই শ্রমিক মিলে বৃহস্পতিবার রাতে দেগঙ্গার বেলিয়াঘাটা ব্রিজের নিচে একটা নিরিবিলি জায়গায় ত্রিপলের ছাউনিতে বসে মদ্যপান করছিলেন। মদের আসরেই অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য বাপি কয়েক হাজার টাকা চেয়েছিলেন ছট্টু লহরির কাছে। সে টাকা ধার দিতে রাজি হননি। উল্টে বাপিকে গালিগালাজ করেছিলেন। এই নিয়ে অশান্তির জেরেই ব্লেড দিয়ে ছট্টুর গলার নলি কেটে খুন করে বাপি। শেষে প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ বিদ্যাধরীর খালের জলে ভাসিয়ে দেয়। শুক্রবার সাত সকালেই স্থানীয়রা খালের জলে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখেন। পরে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এই ঘটনায় মৃতের সহকর্মী শ্রমিক বাপি মুন্ডাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। পুলিশি জেরায় শেষে খুনের কথা স্বীকার করে বাপি। এরপরেই শনিবার বাপিকে গ্রেপ্তার করেছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ।

রিষড়া রবীন্দ্রভবনের নবরূপে উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: রিষড়া রবীন্দ্রভবনের সংস্কার করে নবরূপে উদ্বোধন করলেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি। রিষড়া এলাকাবাসীদের বহুদিনের প্রত্যাশা, উদ্যোগে তথা সুদৃঢ় প্রচেষ্টায় এবং রিষড়া পুরসভার অর্থিক অনুদানে আজ রিষড়াবাসীদের চির কাম্য রবীন্দ্রভবনের নবনির্মান সুসম্পন্ন করা হয়েছে যার শুভ উদ্বোধন হল ১২ অগস্ট, অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক পর্বে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং সম্মানীয় অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। নবরূপের রবীন্দ্রভবন উদ্বোধন করলেন বর্তমান সাংসদ শ্রীযুক্ত কল্যান ব্যানার্জি। উক্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য ব্যাক্তিত্ববর্গদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়, রিষড়া পুরসভার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা, উপপুর প্রধান জনাব জাহিদ হাসান খান, কাউন্সিলার উষা দেবী সাউ, মেয়র ইন কাউন্সিল মনোজ সাউ, তাপস সরখেল সহ বিশিষ্টজনেরা। রিষড়া পুরসভার পুর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্র তার বক্তব্যে বলেন, করোনা সহ নানা কারণে সংস্কারের কাজ দীর্ঘায়িত হয়েছে, আমরা চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি দায়িত্বের সঙ্গে, বিলম্বিত হলেও রবীন্দ্র ভবন নবরূপে শিল্পি তথা মানুষের জন্য চালু করতে পেরে পুর কর্তৃপক্ষ আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত। বিজয় সাগর মিশ্র বলেন, ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র ভবনকে কেন্দ্র করে রিষড়ার সংস্কৃতি চর্চার যে সৃজনশীলতামূলক এবং শৈল্পিক চলমানতা তা বজায় থাকবে। সব ধরনের ক্লাব এবং সংগঠন সাম্য, ও মৈত্রীর বন্ধনে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের স্বপ্নপূরণের মঞ্চ হিসাবে এখানে অনুষ্ঠান করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই মঞ্চের ভাড়া ধার্য করা হচ্ছে। ভবনটি সংস্কারে প্রায় পৌনে ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ২০১৫ সাল নাগাদ সংস্কারে হাত দেয় পুরসভা কিন্তু বারংবার বাধাপ্রাপ্ত বা স্থগিত থাকে কাজ। রিষড়াবাসীগণ সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে পুনরায় ভেবে ভীষণ খুশি, অবশেষে সেই কাজ শেষ সুসম্পন্ন হল।

অধীর চৌধুরীকে বহিষ্কারের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করায় যে নক্কারজনক প্রতিক্রিয়া বিজেপি দেখিয়েছে তা সংসদীয় রীতি নীতির পরিপন্থী এবং বিরোধী কণ্ঠ রোধ করার অপচেষ্টা বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার মেদিনীপুর শহরের গান্ধি মূর্তির পাদদেশে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির ডাকে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবিলম্বে চৌধুরীর উপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবি করা হয় এবং গণতন্ত্রের উপর এই আঘাতের তীব্র নিন্দা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সমীর রায়। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় সহ শান্তি কুমার দত্ত, তীর্থঙ্কর ভকত, চিত্ত মুখার্জি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জেলায় ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উত্তর ২৪ পরগনার ১৯৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দু'দিনে মোট ১৯৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হল। এরমধ্যে ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দখল করেছে একটি করেছে কংগ্রেস। বাকি ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েতই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। আমডাঙার বেড়াবেড়ি ও ব্যারাকপুরের শিউলি এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনও বোর্ড গঠন হয়নি। কয়েকদিন পর সেখানে বোর্ড গঠন হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। হেলেঞ্চা, কানিয়াড়া ১ ও ২, হাসনাবাদ, ফুলসরা ও মরিচা এই ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাম, কংগ্রেস ও নির্দলকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি বোর্ড গঠন করেছে। বাকড়া গকুলপুরে কংগ্রেস বোর্ড গঠন করেছে। তবে ১৯০টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বোর্ড গঠন করেছে। তবে বোর্ড গঠন নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। আগামী সোমবার পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন হবে এবং বুধবার জেলা পরিষদের সভাধিপতির ও সহ সভাধিপতি নির্বাচন হবে।

চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, দূরভাষ: (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স: (০৩৩)২২৪৩-০০২১,
ইমেল: chandisteelindustries@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com, CIN: L13100WB1978PLC031670

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত 30.06.2023 (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	১৪,০২৮.১২	১১,৩৭১.৬৯	১২,৭৫৭.৯৭	৪৯,৬৬৩.০৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	২,০১২.৬৪	১,২৯০.৫৪	১,৬২২.৮৫	৫,৩৮৩.০৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,০১২.৬৪	১,২৯০.৫৪	১,৬২২.৮৫	৫,৩৮৩.০৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৪৯৮.৫৭	৯৫৪.৫৩	১,২০৯.৪৭	৪,০০৪.২৯
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	১,৪৯৮.৫৭	৯৪০.৪৬	১,২০৯.৪৭	৩,৯৯০.২২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৫৩.৫০	১,০৫৩.৫০	১,০৫৩.৫০	১,০৫৩.৫০
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৮,৫২০.৬৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (১০/- টাকা প্রতিটি)				
	(ক) মৌলিক (বার্ষিকীকৃত নয়) (টা.)	৪.৭৪	৯.০৬	১১.৪৮	৩৮.০১
	(খ) মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়) (টা.)	৪.৭৪	৯.০৬	১১.৪৮	৩৮.০১

দ্রষ্টব্য ঃ-
(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
(খ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরবর্তীতে ১২.০৮.২০২৩ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত।
(গ) পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
সুশান্ত সরকার
(ডিরেক্টর)
(DIN : 06449312)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ অগস্ট, ২০২৩

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ

রেজিঃ অফিস : "বৈভব" (৪এফ), ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN No: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪, ফ্যাক্স নং: ০৩৩-২২৮৭-৪০৪২, ২২৪০-৬৮৮৪
ই-মেল আইডি : smifscap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ৩০.০৬.২০২২ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ৩০.০৬.২০২২ পূর্ব বর্ষের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি সূত্রে মোট আয় (নিট)	১,৩০২.০২	১,৭০৫.৭৩	৬,৭৩৯.১৬	১,৩০৬.২১	১,৭১০.২৭	৫,৭৫৭.৫৮
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ববর্তী	৭.৪৭	৩.১৩	৬৮.০৭	৮.৪৯	৪.৩৬	৭২.৭০
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য	৫.৭৪	(০.৪৭)	৪৫.৮৯	৬.৬১	১৫.০২	৫১.০৪
মোট আনুপঙ্খিক আয় সময়কালের জন্য {লাভ/(ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য এবং অন্যান্য আনুপঙ্খিক আয় করের পরে এর জন্য}	৩৭৫.৬৪	(৭১.৬৫)	১৬০.৫৬	৩৫৮.৬৯	(৫৬.১৪)	১৭১.৮৬
পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৫,৫৮,৫০,০০০	৫,৫৮,৫০,০০০	৫,৫৮,৫০,০০০	৫,৫৮,৫০,০০০	৫,৫৮,৫০,০০০	৫,৫৮,৫০,০০০
শেয়ার-পিছু আয় (ইপিএস) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
ক) মৌলিক (₹)	০.১০	(০.০১)	০.৮২	০.১২	০.২৭	০.৯১
খ) মিশ্রিত (₹)	০.১০	(০.০১)	০.৮২	০.১২	০.২৭	০.৯১

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যার্টের সারাংশ। ত্রৈমাসিক/তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহ ((www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com -এ।
২. পূর্বোক্ত সময়ের অর্থাঙ্ক পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে যেখানে প্রয়োজন।

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
(কিশোর শাহ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১২.০৮.২০২৩

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

জনৈক সোমনাথ কুন্ডু এবং তার পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া কুন্ডু যেহেতু প্রয়াত এবং এক বিবাহিত পুত্র নাম সঞ্জয় কুন্ডু এক অবিবাহিত কন্যা নাম সোনালী কুন্ডু উভয়েই মৃত এবং সঞ্জয় কুন্ডুর বিধবা পত্নী শিখা কুন্ডু এবং সঞ্জয় কুন্ডুর কন্যা সহেলী কুন্ডু সংশ্লিষ্ট সোমনাথ কুন্ডু এবং বিষ্ণুপ্রিয়া কুন্ডুর একমাত্র আইনি উত্তরাধিকারী এবং অন্যান্য মধ্যে শিখা কুন্ডু এবং সহেলী কুন্ডু ব্যতীত অন্য কোনও আইনি উত্তরাধিকারী থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে হবে অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না।

দেব সুন্দর দারিপা, (অ্যাডভোকেট)
৯৬/১, দম দম রোড, থানা -দম দম,
কলকাতা -৭০০০৭৪
মোবাইল -৯৮৩১৯৬৩১৫৪

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-III কলকাতা
ভারত সরকার
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
কেস নং : আরপি/২০৪/২০১৯
(ও এ নং ৭৬৩-২০১৬ সালের)
কানাড়া ব্যাঙ্ক
-বনাম-
মেসার্স পারবেজ প্লাস্টিক ম্যানুফ্যাকচারিং এবং অন্যান্য
দাবি নোটিশ

প্রতি
(১) মেসার্স পারবেজ প্লাস্টিক ম্যানুফ্যাকচারিং, ৩০, বি ম্যাকেঞ্জি রোড (পূর্ব), কামারহাটি, বেলঘড়িয়া, জেলা -২৪ পরগনা (উ.), কলকাতা -৭০০০৫৮।
(২) শ্রী পারবেজ আলম আনসারি, ৩০, বি ম্যাকেঞ্জি রোড (পূর্ব), কামারহাটি, বেলঘড়িয়া, জেলা -২৪ পরগনা (উ.), কলকাতা -৭০০০৫৮।

সমন

সংশ্লিষ্ট উল্লেখ্য ও এ নং ৭৬৩-২০১৬ সালের অনুযায়ী মহামান্য প্রিসাডিং অফিসার,ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল ৩, কলকাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী পরিমাণ ২১, ৫৯, ৬৬৮.০০ (একুশ লাখ ঊনষাট হাজার ছয়শত আটষট্টি) টাকা জরিমানা সুদএবং পরবর্তী ১১.৪৫ শতাংশ বার্ষিক হারে সরল সুদ ১১.০৭.২০১৬ তারিখে দাখিল অনুযায়ী এবং ও এ-এর জন্য শুল্ক সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত।
আপনাদের আরও অবগত করা হচ্ছে উক্ত বকেয়া পরিমাণ সার্টিফিকেটধারী ব্যাঙ্ককে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে রুল মোতাবেক বকেয়া আদায় করা হবে।
উক্ত বকেয়া পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যা দিতে দায়বদ্ধ তা নিম্নরূপ :
(ক) সংশ্লিষ্ট এই সার্টিফিকেট বিজ্ঞপ্তি/প্রক্রিয়া শুরুর অব্যবহিতভাবে সুদ
(খ) বকেয়া আদায়ের জন্য নোটিশ প্রেরণ, এবং সতর্কতা জারি এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয়।
আপনাদের উল্লিখিত **১৯.১১.২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত সমীপে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
স্বহস্তে সিলমোহর প্রদত্ত কলকাতা ডিআরটি-৩, তারিখ ১৬ অক্টোবর ২০১৯।

স্বা/-রিকভারি অফিসার

অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড

রেজিঃ অফিস: চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিং, ১৪তম তল,
ইউনিট নং এ০১ এবং এ০২, ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০০৭১,
CIN: L15133WB2022PLC251553
ফোন: +৯১ ৩৩-৪৬০৩ ২৮০৫; cs@annapurnasnacks.in, https://www.annapurnasnacks.in

সদস্যদের জন্য ২য় বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ২য় বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিডিও মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ৭ আগষ্ট, ২০২৩ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত অনুসারে ব্যবসা লেনদেনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
এজিএম নোটিশ সহ বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩ এর বৈদ্যুতিন প্রেরণ, ১২ আগস্ট, ২০২৩-এ সম্পন্ন হয়েছে।
এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.nseindia. com) এ পাওয়া যাচ্ছে। আরও জানানো হচ্ছে যে কোম্পানিটি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে তাদের ভোট প্রয়োগ করার জন্য সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে। রিমোট ই-ভোটিং এর বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হল-
(১) রিমোট ই-ভোটিং শনিবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং সোমবার ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। ই-ভোটিং মডিউল তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য অক্ষম করা হবে এবং ৪, সেপ্টেম্বরের, ২০২৩ (বিকাল ৫.০০ টা) এর পরে কাউকে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
(২) সদস্যদের ভোটদানের অধিকার কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২৯ আগস্ট, ২০২৩ অনুযায়ী কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে।
(৩) ৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যে সমস্ত সদস্যদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে /বেনিফিশিয়াল ওনার্স-এ উপস্থিত আছে তাদের এজিএম-এর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং ৮ অগাস্ট, ২০২৩ পরে সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৯ আগস্ট, ২০২৩-এ শেয়ার ধারণকারী তিনি info@@skylinerta.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন, অথবা টেলিফোনে কল করুন- +৯১-১১-৪০৪৫০১৯৩-১৯৭- এ।
(৪) সদস্য একবার ভোট দিলে, তাকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না।
(৫) ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম-এ ও উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএম-এ উপস্থিত যোগ্য সদস্যরা ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে এজিএম-এ তাদের ভোট দিতে সক্ষম হবেন।
(৬) যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু তারা পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিয়এস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ , এ অথবা অমিত বিশালকে একটি অনুরোধ পাঠান evoting@nsdl.co.in-এ।
কোম্পানী আইন, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ অনুসারে এছাড়াও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই এজিএম এর উদ্দেশ্যে শনিবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৩ থেকে সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয়দিন সহ)।

অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেডের
পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
স্বা/
শাকিল আহমেদ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ অগাস্ট, ২০২৩

পেবকো মোটরস লিমিটেড

CIN: L67120WB1971PLC029802
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮এ, মোনালিসা, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৭
ই-মেল : ro@pebcomotors.com, **ওয়েবসাইট :** www.pebcomotors.com

পাবলিক নোটিস - ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

অব্যাহত কোভিড-১৯ মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") তার সার্কুলার নং ২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ -এর সঙ্গে পঠিত ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সার্কুলারগুলি (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়) সহ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") -এর সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখে ১২ মে, ২০২০-এর ক্ষেত্রে সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর কিছু বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শিথিলকরণ - কোভিড-১৯ এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখের ১৩ মে, ২০২২ -এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছুর সাথে সম্মতি থেকে শিথিলকরণ কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 তারিখের ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ (সম্মিলিতভাবে "সেবি সার্কুলার" উল্লেখ করা হয়েছে) এর বিধানে একটি সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আয়োজনের অনুমতি দিয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে পেবকো মোটরস লিমিটেডের ৫১তম (একান্ন) বার্ষিক সাধারণ সভা সোমবার, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সকাল ১১.৩০ আইএসটি এ ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে, যেমনটি এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
উপরোক্ত সার্কুলারগুলিকে মান্যতা দিয়ে এজিএম আহ্বানকারী নোটিস এর সঙ্গে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকেই পাঠানো হবে, যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে রেজিস্টার্ড আছে। কোম্পানি পূর্বেকার মতো সকল সদস্যদেরকে ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং -এর সুবিধা দিচ্ছে।
যদি আপনার ই-মেল ঠিকানা ইতিমধ্যে কোম্পানি/রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা ডিপজিটরিজ -এর কাছে নথিভুক্ত থাকে তাহলে এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২২-২০২৩ আর্থিক বছরের রিপোর্ট, লগইন তথ্য ই-ভোটিংয়ের জন্য আপনার রেজিস্টার্ড ই-মেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি আপনার মেল আইডি কোম্পানি/রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা ডিপজিটরিজ -এর কাছে নথিভুক্ত না থাকে তাহলে নিম্নোক্ত মতো ই-মেল আইডি রেজিস্ট্রার করুন ২০২২-২০২৩ সালের আর্থিক বছরের রিপোর্ট ও ই-ভোটিং -র জন্য লগইন তথ্য পাওয়ার জন্য।

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	রেজিস্ট্রার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স নিশে টেকনোলজিস প্রাঃ লিঃ-কে nichetechpl@nichetechpl.com -তে ফোলিও নম্বর উল্লেখ, শেয়ারহোল্ডারের নাম -এর স্ক্যানড কপি ও শেয়ার সার্টিফিকেট (সামনের ও পিছনের) স্ক্যান করা কপি, প্যান (স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের স্ক্যান করা কপি), আধার (স্ব-প্রত্যয়িত আধারের স্ক্যান করা কপি) ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টারিং -এর জন্য মেল পাঠাতে পারেন। **অনুগ্রহ করে ৩১ অগস্ট, ২০২৩ বৃহস্পতিবার বা তার পূর্বে এটি আপডেট করুন।**
ডিম্যাট হোল্ডিং	আপনার ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার করান ডিপিবি-এর পরামর্শমতো। **অনুগ্রহ করে ৩১ অগস্ট, ২০২৩ বৃহস্পতিবার বা তার পূর্বে এটি আপডেট করুন।**

২০২২-২০২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট এবং এজিএমের বিজ্ঞপ্তি আরও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pebcomotors.com এবং এজিএমের নোটিস আরও পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত সেই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cse-india.com -তে। ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে যোগদানকারী সদস্যদের উপস্থিতি কোম্পানিজ আইন ২০১৩ -এর ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
পেবকো মোটরস লিমিটেডের পক্ষে
শিল্পা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.০৮.২০২৩

প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ বিজেপির জেলা সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজশ করেছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা। এমনই অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির কাঁকসা দু'নম্বর মণ্ডলের প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঢালী। যাকে ঘিরে বিজেপির দুই নেতার মধ্যে চরম বিবাদ প্রকাশ্যে এসেছে। দুই নেতার কথোপকথনের অডিও রেকর্ড শুক্রবার বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের সহ-সভাপতি

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন বিজেপি দলের মধ্যে চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে। দুই নেতার কথোপকথনের ভাইরাল অডিও ক্লিপ তারই প্রমাণ। তার দাবি বিজেপির কোনো নেতা তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজশ করতে আসলে তৃণমূল কখনোই তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করবে না। কারণ গোটা দলটাই আগামী দিনে বাংলা থেকে মুছে যাবে।

প্রসঙ্গত, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাঁকসা ব্লকের মধ্যে পানাগড় বাজারের কয়েকটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন হলেও অন্যান্য বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকায় বিজেপি প্রার্থীরা শুধু মাত্র ১০ টি আসনে জেতে। বাকি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থানায় বিজেপি প্রার্থীরা জিততে পারেনি। এমনটাই মত প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঢালীর। বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে পুরোটাই তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং করেছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঢালী। অপর দিকে ভাইরাল হওয়া অডিও ক্লিপ সামনে আসতেই বিজেপির পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি কোনো নেতা।

বিজেপির জেলা যুব সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার, শোরগোল পূর্ব বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিজেপির জেলার যুব সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার ঘিরে শোরগোল পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে। এই বিষয়ে যুব সভাপতি কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। জেলার যুব সভাপতি পিন্টু সামের বিরুদ্ধে পোস্টার দেখা যায় শনিবার সকালে। পোস্টারে লেখা 'বহিরাগত চরিত্রহীন তোলাবাজকে মানব না'। পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসকের গেটের সামনে একাধিক জায়গায় পোস্টার দেওয়া হয়েছে। বারবার বর্ধমানের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এরকম পোস্টার পরতে থাকলেও হুঁশ নেই প্রশাসনের, এমনটাই অভিযোগ বর্ধমানবাসীর। বর্ধমানের জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে সিসিটিভি রয়েছে। তাও কারও নজর পড়ছে না বলে অভিযোগ। বিজেপির জেলার যুব সভাপতি পিন্টু সাম এই বিষয়ে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। তাকে বারংবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস জানিয়েছেন, এটা নতুন কিছু নয়, এটা বিজেপির দীর্ঘদিন ধরে চলছে। আজকে ওনার নামে পড়েছে পোস্টার কখোনো জেলার সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার, কখনো বিজেপির বিভিন্ন পদাধিকারির নামে পোস্টার। প্রতিনিয়ত তাদের

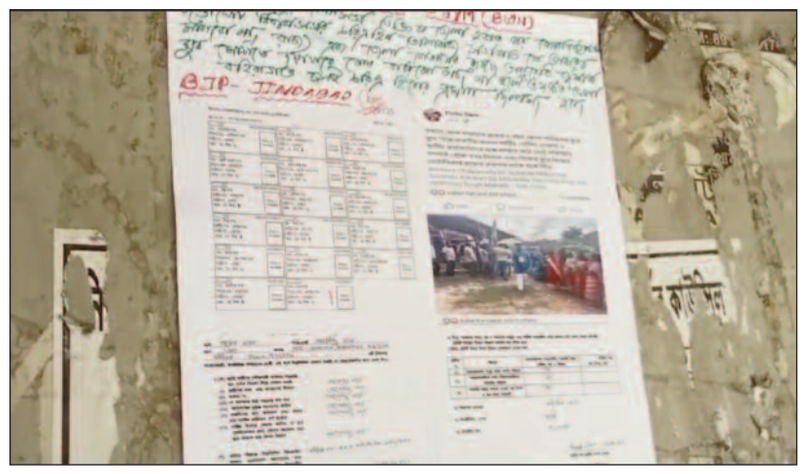

মধ্যে এই পোস্টারের প্রতিযোগিতা ওনাদের দলের মধ্যে চলছে। এটাই বিজেপির কালচার। এখনো বাংলায় ক্ষমতায় না এসেও তাদের নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এরকম প্রকাশ্যে। এই বিষয়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতা গৌরব সমাদ্দার জানান জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে সর্বদা ১৪৪ ধারা জারি থাকে। তারপরেও কিভাবে এইসব পোস্টার এখানে মানুষ লাগাতে পারে সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, এখানে জেলাশাসক দপ্তর ছাড়াও রয়েছে কোষাগার ভবন সহ রয়েছে আরও অনান্য প্রশাসনিক দপ্তর। এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও কারা এই ধরনের কুকর্ম করছে প্রশাসনের তদন্ত করে দেখা উচিত।

রাজ্যপালের পদত্যাগের দাবিতে সরব কাটোয়ার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্য পালের পদত্যাগের দাবিতে সরব কাটোয়ার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র র‍্যাগিংয়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিন তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করায় সারা রাজ্যের সঙ্গে উত্তাল কাটোয়া শহর। এই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাটোয়া কলেজের সাধারণ সম্পাদক সৌরশুভ্র পণ্ডিত জানান, সারা রাজ্যের সঙ্গে কাটোয়া জুড়ে চলছে প্রতিবাদ ও স্মরণসভা। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক অভিভাবিকারাও আন্দোলনে সামিল হয়েছেন এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে মৃত ছাত্রের আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। কাটোয়ার ছাত্রছাত্রীরাও স্বপ্নদীপের মৃত্যুর প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন। কাটোয়া তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও কাটোয়া শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া পুরসভার চেয়ারম্যান,

ভাইস চেয়ারম্যান, কাটোয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, যুব সভাপতি, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি এবং কলেজের অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দরা।

বিদায়ী প্রধানের বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের দিনেই রাতের অন্ধকারে বিদায়ী প্রধানের বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাক্সিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজীবেড়িয়া মোড়ে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার বাক্সিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন ছিল। সেই বোর্ডে বিদায়ী প্রধান মোর্তজা আলির অনুগামীরা বোর্ড পরিচালনা করার জন্য নিজেদের মতো করে বোর্ড সাজালেও পরবর্তী সময়ে তা পরিবর্তিত হয় এবং বোর্ড গঠনের সময় মোর্তজা আলির অনুগামীদের সঙ্গে তার বিরুদ্ধে গোষ্ঠীর বচসা হয়। তখনকার মতো বিষয়টি মিটে গেলেও শুক্রবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী এলাকার আলো নিভিয়ে দিয়ে মোর্তজা আলির বাড়িতে চড়াও হয়। ইট, পাটকেল ছোঁড়ে। পরবর্তী সময়ে মোর্তজা আলির বাড়ির পাশে দুটি বোমা দেখতে পায় এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে সেগুলি উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান দুষ্কৃতীরা বোমা নিয়ে এসেছিল। এই ঘটনায় ওই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। অবরোধ করা হয় বাগনান-বাক্সি সড়ক। কাজিবেড়িয়া মোড় এবং মানকুর গ্যারেজে অবরোধ করা হয়। যদিও এই ঘটনায় এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা। মোর্তজা আলির দাবি তাকে রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার বার্তা দিতেই এই হামলা হয়েছে। তবে এই ঘটনার জেরে আতঙ্কে রয়েছে মোর্তজা আলির পরিবার।

বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বাস চালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: শুক্রবার কালনা মেমারি রুটের পেশায় বাস চালক অসহ্য পেটের যন্ত্রণা নিয়ে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন। তারপর থেকে কোনওরকম ভালোভাবে চিকিৎসা হয়নি বলে অভিযোগ। শনিবার সকাল থেকে বেলা ১১ পার হয়ে গেলেও ওয়ার্ডে কোনও ডাক্তার না আসায়, রোগীর বাড়ির লোকজন নার্সদের গিয়ে বারে বারে অনুরোধ করলেও ডাক্তারকে কল করা হয়নি। নার্সরা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। রোগীর আত্মীয়দের কথায় কোনো রকম কর্ণপাত না করার ফলে অবশেষে মৃত্যু হয় বাপিন ঘোষের। চালক বাপিন ঘোষের মৃত্যুর পর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় হাসপাতালে।

খবর পেয়ে কালনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কালনা মহকুমা এবং কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার চন্দ্রশেখর মাইতির কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানায় মৃতের পরিবারের সদস্যরা। সুপার জানিয়েছেন লিখিত অভিযোগ পেয়েছি, অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দেখা হবে।

দেউলটিতে শরৎচন্দ্রের বসতভিটায় জেপি নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেউলটি: দেউলটিতে শরৎচন্দ্রের বসতভিটায় জেপি নাড্ডা। শনিবার দুপুরে হাওড়ার বাগনানে শরৎচন্দ্রের জন্মভিটে দেউলটিতে যান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। শরৎচন্দ্রের বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করেন তিনি। আমার মাটি আমার দেশ কর্মসূচির সূচনা করেন তিনি। সেই মাটি নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লির কর্তব্যপথ বাগানে। এদিন দেউলটিতে এসে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে, সেখানকার লাইব্রেরি রুমে ঘুরে দেখেন তিনি। সেখানকার ভিজিটার্স বুকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখেন তিনি। সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন সেখানে এক জাতীয় পতাকা বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন নাড্ডা। ২ দিনের রাজ্য সফরের আজ প্রথম দিন। এদিন সকালে বাগনানের এক হোটেলে প্রথমে পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। সেখান থেকে দেউলটি হয়ে কলকাতায় বিকেলে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে তাঁর কর্মসূচি রয়েছে।

তৃণমূল বোর্ড গঠন করলেও পদত্যাগ করলেন ৮ জন পঞ্চায়ের সদস্য, কাঠগড়ায় অঞ্চল সভাপতি এবং ব্লক সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া ১ নম্বর ব্লকের আন্দারথোল গ্রাম পঞ্চায়েত। এইবারে পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলের নিরিখে মোট ২০ সংখ্যা আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০টি জেতে তৃণমূল, ৬ বিজেপি, ২ নির্দল এবং ২ সিপিআইএম। পরে একজন নির্দল প্রার্থী যোগদান করে তৃণমূল শিবিরে যার ফলে তৃণমূলের মোট আসন সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ১১। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এই আন্দারথোল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকলেও, প্রধান পদ তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত হওয়ার জন্য তৃণমূলের জয়ী কোনও প্রার্থী না থাকলে বিজেপির প্রধান পদ পায়। উপপ্রধান পদ পায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে।

আর ঠিক এখানেই শুরু হয় বিতর্ক, তৃণমূলের আটজন জয়ী প্রার্থীদের দাবি, জেলার নির্দেশকে অমান্য করে ভোটাভুটি করে অন্য একজনের উপপ্রধান পদ পেয়ে যায়। কিভাবে জেলা নেতৃত্বের নির্দেশকে অমান্য করে এভাবে উপপ্রধান পদ অন্য কেউ পায়। এর জন্য জয়ী তৃণমূলের আটজন সদস্য কাঠগড়ায় তুলেছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এবং ব্লক সভাপতিকে। তাদের দাবি, বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের সভাপতি অংশুমান ব্যানার্জি স্বেচ্ছাচারিতা করে উপপ্রধানের পদ সিপিআইএম এবং বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করে অন্য কাউকে পায়িয়ে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে ৮ জন জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দলীয় পতাকা নামিয়ে এবং অঞ্চল অফিস তালা দিয়ে পদত্যাগ পত্র দান করলেন। এর ফলে আন্দারথোল গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধী বিজেপির দখলে চলে গেল। এ যেন এক বিরল দৃশ্য শাসক তৃণমূলের বোর্ড গঠন হয়েও এক রাতের নিমেষেই ভেঙে গেল সেই বোর্ড।

বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধানের পর এবার উপপ্রধান তৃণমূলে যোগ দিয়ে পঞ্চায়েত দখল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধানের পর এবার উপপ্রধান ও যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে। নদিয়ার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের কৃষ্ণনগর ২ নম্বর ব্লকের ধুবুলিয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোট গঠনের দিন বিজেপি এবং তৃণমূল সদস্যরা সম্মিলিতভাবে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেছিল গৌতম সরকারকে। বোর্ড গঠনের পরেই তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিল নবনির্বাচিত প্রধান গৌতম সরকার। শনিবার ধুবুলিয়ার দলীয় কার্যালয়ে এলাকার বিধায়কত রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের হাত ধরে বিজেপির উপপ্রধান শ্যামল ঘোষ ও যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে। ফলে কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ধুবুলিয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত দখলে রাখল তৃণমূল কংগ্রেস।

অবৈধভাবে রেলের টিকিট বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানাগড়: আইআরসিটিসির জাল আইডি তৈরি করে অবৈধভাবে রেলের টিকিট বিক্রি করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পানাগড় আরপিএফ পোস্ট এর আধিকারিকরা। ধৃত ব্যক্তির নাম বাসুদেব সরকার। তার বাড়ি বীরভূম জেলার ইলাম বাজারে। ধৃতের কাছ থেকে নগদ প্রায় ৪ হাজার টাকা ও তার একটি দোকান থেকে কম্পিউটার, মনিটর, প্রিন্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সূত্র মারফত খবর পেয়ে পুলিশের আধিকারিকরা শুক্রবার গভীর রাতে ইলামবাজার এলাকার একটি মা লদী স্টুডিও নামের দোকানে হানা দিয়ে ওই সমস্ত জিনিস বাজেয়াপ্ত করে এবং দোকানের মালিক বাসুদেব সরকারকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার ধৃতকে আসানসোল আদালতে পেশ করে রেল পুলিশের আধিকারিকরা।

রাম-বাম ও নির্দলের জোটে বোর্ড গঠন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: কেন্দ্রে লড়াই থাকলেও রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এক হয়েই লড়াই জারি রাখল রাম-বাম ও নির্দল। উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙায় বিজেপি ও বামেরা একযোগে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করল। রাম-বাম ও আমের জোটে ভোটাভুটিতে আমডাঙা ব্লকের মরিচা পঞ্চায়েত এবার বিজেপির দখলে চলে গেল। ভোটাভুটিতে বাম, বিজেপির সমর্থনে মরিচা পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করল বিজেপি। সেখানে প্রধান হলেন বিজেপির সঞ্জীব ওরাং, উপপ্রধান হলেন সিপিআইএম এর বাসন্তী হেমব্রম। আমডাঙার ৮টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি তৃণমূলের দখলে ছিল ১টি মাত্র মরিচা পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু হয়। সেটা হল আমডাঙার মরিচা পঞ্চায়েত। ২৪আসন বিশিষ্ট পঞ্চায়েত, তৃণমূলের ছিল ১০, বিজেপি ৭, সিপিআইএম ৪, ফরওয়ার্ড ব্লক ২, নির্দল ১ আসনে জয়ী হন। ভোটাভুটিতে শনিবার বোর্ড গঠন বাম বিজেপি ও নির্দল মিলিয়ে ১৪টি ভোট পেয়ে প্রধান হলেন বিজেপির সঞ্জীব ওরাং ও উপপ্রধান হলেন বামেদের বাসন্তী হেমব্রম। তৃণমূল পায় ১০টি ভোট। হেরে যায় তৃণমূল। জয়ের পর বাম রাম ও নির্দল সমর্থকেরা জাতীয় সড়কে জয়ের উল্লাস করে। কেউ গেরুয়া কেউ লাল আবির মেখে জয় সেলিব্রেট করে রাম-বাম কর্মী সমর্থকরা।।

আত্মঘাতী দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: প্রেমে প্রত্যাখ্যান, মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। মৃত ওই ছাত্রর নাম পলাশ শীল, বয়স আনুমানিক ১৯, বছর, বাড়ি নদিয়ার শান্তিপুর গলায় দড়ি বটতলায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে ওই যুবক খাওয়া-দাওয়া করে নিজের ঘরে শুতে যায়। শনিবার সকালে ওই যুবককে ঘুম থেকে ডাকতে গিয়ে দেখে ঘরের ভেতরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওই যুবক ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। খবর দেওয়া হয় শান্তিপুর থানায় ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে ওই যুবককে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় শান্তিপুর হাসপাতালে, যদিও চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পরিবারের দাবি, ওই যুবক এক যুবতীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই প্রেম করত, কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই ওই যুবককে মনমরা অবস্থায় থাকতে দেখত পরিবার, কিন্তু নিজের মুখে কখনো কিছুই স্বীকার করত না ওই যুবক।

আইএসএফের সঙ্গে জোটে তৃণমূলের বোর্ড গঠন, আনন্দে বোমা, দুঃখে চলল গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দলীয় নির্দেশকে ফুতকারে উড়িয়ে আইএসএফ এর সঙ্গে জোট করে বোর্ড গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল বহাল রইল। তৃণমূলের এক গোষ্ঠী বোমা ফাটিয়ে আনন্দ উৎস পালন করল। অন্যগোষ্ঠী গুলি চালিয়ে দুঃখ প্রকাশ করল। যদিও পুলিশ বোমা ও গুলির চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে, বারাসত ১ নম্বর ব্লকের কদম্বগাছি পঞ্চায়েতে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ১৯৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৪১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড শুক্রবার গঠন হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে শনিবার বাকি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হল। দ্বিতীয় দিনে বারাসত ১ ব্লকের কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে ছিল চাপা উত্তেজনা। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীই এদিন জমায়েত করে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে। দলের হুইপকে অমান্য করে পঞ্চায়েত প্রধান হলেন মাধুরী মণ্ডল, উপপ্রধান হয়েছেন হাসিবুল আলি আজাদ। তবে বোর্ড গঠনের পর এলাকায় চলল গুলি। পাশাপাশি বোমাবাজির ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ। তৃণমূল সদস্যদের একটি বড় অংশের অভিযোগ, আইএসএফের সঙ্গে জোট করে তৃণমূলের অন্যগোষ্ঠী বোর্ড গঠন করেছে। আইএসএফ নেতা হাবিব আলি বলেন, তৃণমূলের সঙ্গে আমরা জোট করে বোর্ড গঠন করেছি। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা মাফুজার রহমান বলেন, ভোটাভুটি বা মত প্রকাশের মধ্য দিয়ে বোর্ড গঠন হয়েছে। আইএসএফ কাদের সমর্থন করেছে জানি না। তবে তৃণমূল বোর্ড দখল করেছে, এটা এলাকার মানুষের জয়। পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, দলের নির্দেশকে পুরোপুরি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এদিন ভোটাভুটির মাধ্যমে বোর্ড গঠন হয়েছে। আর এক্ষেত্রে আইএসএফের সঙ্গে জোট করেছে দলেরই সদস্যদের একটি অংশ। এটা লজ্জার।

অ্যান্টি র‍্যাগিং সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদ, মালদা: মালদায় অনুষ্ঠিত হল অ্যান্টি র‍্যাগিং নিয়ে সেমিনার। শনিবার মালদা গনিখান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র- ছাত্রীদের নিয়ে অ্যান্টি র‍্যাগিং সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গনিখান কলেজের ডিরেক্টর পরমশ্বর আলোপতি সহ কলেজের নবাগত ও পুরনো ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য, অ্যান্টি র‍্যাগিং প্রায়ই আমরা কলেজে শুনতে পাই। তাতে অনেক ছাত্রছাত্রী ঘটনার স্বীকার হয়। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপ্নদীপ র‍্যাগিং-এর স্বীকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর থেকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদের সুর চড়তে থাকে। এরই মধ্যে মালদার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনুষ্ঠিত হয় অ্যান্টি র‍্যাগিং সেমিনার। মূল বিষয় বস্তু ছিল যে, র‍্যাগিং-এর স্বীকার যাতে কোনও ছাত্রছাত্রী স্বীকার না হয়। সেই কারণে নবাগত ও পুরনো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেমিনারে আলোচনা করা হয়। যাতে কোনওভাবে কলেজর পরিবেশ নষ্ট না হয়। ছাত্রছাত্রীদের বসিয়ে আলোচনা করা হয়। র‍্যাগিং-এর ভয়াবহতা কি তা নিয়েও আলোচনা হয়।

ডিরেক্টর পরমেশ্বর আলোপতি জানিয়েছেন, গনিখান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এদিন অ্যান্টি র‍্যাগিং সপ্তাহ উপলক্ষে সেমিনারের সূচনা করা হয়। এখানে নবাগত ও পুরনো ছাত্রছাত্রী রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নবাগত ছাত্র-ছাত্রী আসলে তাদের র‍্যাগিং করে পুরনো ছাত্রছাত্রীরা।

ekdin_page_7_ARO KHABAE PAGE-1.qxd 8/12/2023 10:17 PM Page 1

স্বাধিকাররক্ষা কমিটি ডাকলে যাবেন কিন্তু ক্ষমা চাইবেন না

জানালেন অধীর

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: লোকসভার স্বাধিকাররক্ষা কমিটি ডেকে পাঠালে অবশ্যই তিনি যাবেন। কিন্তু ক্ষমা চাইবেন না। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় এ কথা জানিয়ে দিলেন লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়া কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী। পাশাপাশি, অভিযোগ তুললেন 'ইন্ডিয়া'-র কণ্ঠরোধের উদ্দেশে সংসদের সদ্যসমাপ্ত বাদল অধিবেশনে বার বার সংসদীয় রীতি ভেঙেছে শাসকদল বিজেপি। তাঁর কথায়, 'অনাস্থা প্রস্তাব পেশের পরেও সরকার একের পর এক বিল পাশ করেছে, এমন ঘটনা লোকসভায় নজিরবিহীন।'

অনাস্থা বিতর্কপর্বে বৃহস্পতিবার তাঁর সাসপেনশনের প্রস্তাব পাশ হয়। এই প্রসঙ্গে অধীর বলেন, 'আমি মাননীয় স্পিকারের কোনও নির্দেশ অমান্য করিনি। আর আমার কোনও কথা 'অসংসদীয়' মনে হলে সরকারপক্ষ সংসদের 'রুল বুক' মেনে সে বিষয় আপত্তিও তুলতে পারেন। স্পিকার তা বাদও দিতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ভাবে শাসক শিবির আমাকে আঘাত করে বিরোধীদের চুপ করাতে

চাইছে।' লোকসভা থেকে তাঁকে প্রথমে সাসপেন্ড করে তার পর বিষয়টি স্বাধিকাররক্ষা কমিটির কাছে পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন তুলে অধীর বলেন, 'এ যেন আগে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তার পর বিচার শুরুর মতো। এমন ঘটনা সংসদীয় রাজনীতির আদর্শের পরিপন্থী।'

তবে তাঁর সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি অধীর। তাঁর মন্তব্য, 'বিষয়টি এখন আমার বিবেচনার স্তরে রয়েছে।' প্রসঙ্গত, মোদি সরকারের বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া'র আনা অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কে বুধ এবং বৃহস্পতিবার উঠে এসেছিল অধীরের নাম। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে খোঁচা দেন অধীরকে। বৃহস্পতিবার তাঁর বক্তৃতার সময় বার বার বাধা দেন বিজেপি সাংসদেরা।

ফেক নিউজ ছড়ালেই এবার ৩ বছরের জেল

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: ব্রিটিশ আমলের ফৌজদারি দণ্ডবিধির আমূল সংস্কারে নেমেছে কেন্দ্র। শুক্রবার সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আচমকাই সংসদে ফৌজদারি দণ্ডবিধির আমূল বদল চেয়ে তিনটি বিল পেশ করেন। ৬০০ পাতার এই তিনটি বিলে ব্রিটিশ আমলের 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' (আইপিসি), 'ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড' (সিআরপিসি) ও 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট' বদলের প্রস্তাব রয়েছে। ব্রিটিশ আমলের এই তিন ফৌজদারি দণ্ডবিধির নামেরও পরিবর্তন করা হয়েছে।

১৮৬০ সালে আইপিসি'কে বদলে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'। ১৮৭২-এর সিআরপিসি'র প্রস্তাবিত নাম 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা'।

১৮৯৮-এর 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট'-এর নতুন নাম হতে চলেছে 'ভারতীয় সাক্ষ্য আইন'। 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'র ১৯৫ ধারায় 'ফেক নিউজ' বা ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দেশের নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ তৈরি করলে সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাবাসের বিধান রয়েছে। দিতে হবে জরিমানাও।

কেদারনাথ যাওয়ার পথে গাড়ির উপর ধস, মৃত পাঁচ তীর্থযাত্রী

দেরাদুন, ১২ অগস্ট: কেদারনাথ যাওয়ার পথে অঘটন। ধসের কারণে মৃত্যু হল পাঁচ তীর্থযাত্রীর। বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগে ধস নামে। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে যায় তীর্থযাত্রীদের গাড়ি। তার জেরে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার তাঁদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এসেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গুপ্তকাশী-গৌরীকুণ্ড মহাসড়কে তারসালির কাছে ধস নামে। রাস্তার ৬০ মিটার অংশ ধসে গিয়েছে। পাহাড় থেকে পাথর, মাটি এসে পড়ে তীর্থযাত্রীদের গাড়ির উপর। তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। মৃতদের মধ্যে তিন জন গুজরাতের বাসিন্দা। বাকি দু'জন হরিদ্বারের বাসিন্দা।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দল। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। কিন্তু বৃষ্টির জেরে ব্যাহত হয়েছিল উদ্ধারকাজ। শুক্রবার দেহগুলি উদ্ধার করা হয়। চলতি বছরে বর্ষার মরশুমে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় ধস নেমেছে।

ধসের কারণে বিভিন্ন রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বিষ খেলেন গুজরাতের কৃষক

তিন জনের মৃত্যু, সঙ্কটজনক এক

আমদাবাদ, ১২ অগস্ট: দুই সন্তান এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার করলেন গুজরাতের এক কৃষক। এই ঘটনায় কৃষক, তাঁর স্ত্রী এবং নাবালক পুত্রের মৃত্যু হলেও বেঁচে গিয়েছেন তাঁর কন্যা। যদিও তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত কৃষকের নাম বিকাশ রামনিক দুধাত্রা (৫০)। তাঁর স্ত্রী হিনা (৪৫) এবং পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। জুনাগড়ের বাসিন্দা ছিলেন বিকাশ।

তাঁর এক পরিচিত প্রদীপ সাওয়ালিয়া পুলিশকে জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে তাঁকে ফোন করেছিলেন বিকাশ। তখন তিনি জানান, স্ত্রী, সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে বিষ খেয়েছেন। বন্ধুর মুখে এ কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন প্রদীপ।

তাঁর দাবি, ফোন পাওয়ার পরই তিনি বিকাশের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন ঘরের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন বিকাশ, তাঁর স্ত্রী এবং দুই সন্তান। দ্রুত তিনি পুলিশকে খবর দেন। পড়শিদেরও ডেকে আনেন। চার জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বিকাশ, তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। কন্যা হ্যাপির অবস্থা সঙ্কটজনক বলেও জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁর চিকিৎসা চলছে।

বিকাশের বন্ধু জানিয়েছেন, কী কারণে বিকাশ এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন, তা ভাবতেই পারছেন না।

কৃষক পরিবার কেন আত্মহত্যা করল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আর্থিক অনটন, না কি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, এখন সেই উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, কৃষকের কন্যা একটু সুস্থ হলে তাঁর বয়ান নেওয়া হবে। তখনই আসল কারণ জানা যেতে পারে। প্রতিবেশী এবং কৃষকের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না, সেই চেষ্টাও করছে পুলিশ।

পুণেতে মা-ছেলেকে ৮০০ মিটার হিঁচড়ে নিয়ে গেল গাড়ি

পুণে, ১২ অগস্ট স্কুটিতে ধাক্কা মেরে এক মহিলা এবং তাঁর সাত বছরের পুত্রকে ৮০০ মিটার হিঁচড়ে নিয়ে গেল গাড়ি। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। গুরুতর জখম মহিলা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পুণেতে।

পুলিশ সূত্রে খবর, স্কুটিতে করে সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছিলেন মহিলা। সেই সময় পিছন থেকে একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে স্কুটিতে। মহিলা এবং তাঁর সন্তান পড়ে যান। সেই অবস্থাতেই চালক গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেন। প্রায় ৮০০ মিটার হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার পর গাড়িটি

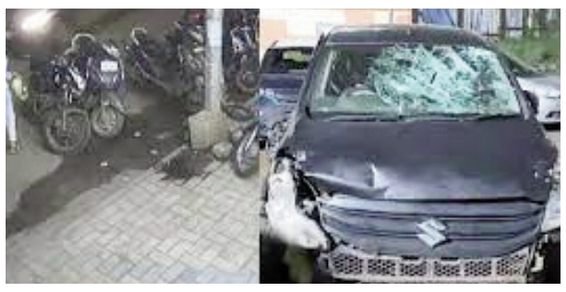

থামান চালক। স্থানীয়রা এর পর মহিলা এবং সন্তানকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্থানীয়রাই গাড়িচালককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত গাড়িচালকের নাম রাহুল তাপকির। তিনি মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। নেশার ঘোরে গাড়ি চালানোর ফলে তাঁর গাড়ির সামনে যে দু'জন আটকে রয়েছেন, সেই হুঁশ ছিল না। পথচারীরা তাঁকে সতর্কও করেন। কিন্তু গাড়ি থামাননি রাহুল। এই দৃশ্য দেখে স্থানীয়রা পিছু ধাওয়া করে রাহুলকে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁকে ধরেও ফেলা হয়। ঠিক একই রকম ভাবে সুরাতেও এক বাইকচালককে ধাক্কা মেরে ৮০০ মিটার টেনে নিয়ে যায় একটি গাড়ি। এই ঘটনায় বাইকচালক গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চিকিৎসা খাতে ভারতবাসীর গড় খরচ আয়ের ১৫-২০ শতাংশ

শুভাশিস বিশ্বাস

জানাচ্ছে সমীক্ষা

ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে তা নিয়ে এক সমীক্ষা চালিয়েছিল পে-নিয়ারবাই। আর তাতেই সামনে এল বেশ কিছু তথ্য। এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, অজ্ঞানতার জেরে এক বিপুল পরিমাণ অর্থ নিত্য খরচ হচ্ছে সাধারণ মানুষের। কারণ, এই সমীক্ষায় সামনে এসেছে, চিকিৎসা খাতে ভারতবাসী তাঁদের উপার্জনের ১৫-২০ শতাংশ গড়ে খরচ করেন।

এই সমীক্ষা চালানো হয়, আধা-গ্রাম এবং গ্রামীণ ভারতে ১০,০০০ মানুষের ওপর। সেখানে প্রথমেই উঠে আসছে ভারতে পরিবার পিছু চিকিৎসা খাতে খরচের অঙ্ক। বার্ষিক আয়ের ১৫-২০ শতাংশ ব্যয় হয় শুধু স্বাস্থ্য খাতেই। এটাও ধরা পড়ে যে, মূলত স্বাস্থ্যবিমার ব্যাপারে অজ্ঞানতার কারণেই এত বড় অঙ্ক বহন করতে হচ্ছে ভারতের আমজনতাকে। এই সমীক্ষায় সামনে এসেছে, ৫৫ শতাংশ মানুষ কখনও স্বাস্থ্যবিমার কথা শোনেননি। আর স্বাস্থ্য বিমা নেই এমন মানুষের সংখ্যাও প্রায় ৭০ শতাংশ। যার ফলে ২৩ শতাংশ মানুষকে হাসপাতালের খরচ মেটাতে ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে মূল যে সমস্যা স্বাস্থ্যবিমার ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে তা হল, তথ্যের অভাব। যে কারণে ৩২ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্য বিমা সম্পর্কে কোনও খবর জানেন না। এর পরই আরও এক বড় সমস্যা হল উচ্চ অঙ্কের প্রিমিয়াম। সেই কারণে স্বাস্থ্য বিমা করতে পিছিয়ে আসছেন ২৮ শতাংশ মানুষ। এর পাশাপাশি রয়েছে জটিল ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া। তা সামাল দিতে না পারায় ১৫ শতাংশ মানুষের স্বাস্থ্যবিমা করা সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি উঠে এসেছে স্বাস্থ্যসেবায় সীমিত কভারেজের সমস্যা। যা দেখে স্বাস্থবিমা থেকে মুখ ফিরিয়েছেন ১৮ শতাংশ মানুষ। আর প্রত্যন্ত অঞ্চলে সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতা ভাষা বা সাক্ষরতা। যে কারণে ৭ শতাংশ মানুষ এই স্বাস্থ্য বিমা নিয়ে রয়েছেন একেবারেই আঁধারে।

এই সমীক্ষায় ধরা পড়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতাও। কারণ, সমীক্ষায় উঠে এসেছে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার জন্য ৪৫ শতাংশ ভারতবাসীকে নিজের এলাকা থেকে ১০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে যেতে হয়। তবে এই সমীক্ষায় এও জানা গিয়েছে ৩৫ শতাংশ মানুষ বার্তমানে অনলাইনে চিকিৎসা সংক্রান্ত কেনাকাটা পছন্দ করছেন। শুধু তাই নয়, টেলিমেডিসিনের পরামর্শ গ্রহণে আগ্রহ দেখাচ্ছেন ৩২ শতাংশ মানুষ।

এই সমীক্ষায় এও উঠে এসেছে ভারতের গ্রামীণ ও আধা-গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাত্র ২৫ শতাংশ মানুষ তাদের এলাকায় আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ পেয়েছেন। পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু শাখায় স্পেশ্যালিস্ট চিকিৎসকের অভাব দেখা যাচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে কার্ডিওলজি, গাইনোকোলজি এবং পেডিয়াট্রিকের মতো শাখা। এদিকে আবার ক্যান্সার, নিউরোলজিকাল বা ব্লাড ডিসঅর্ডারের মতো স্পেশ্যালিস্ট চিকিৎসকের অভাবে চিকিৎসার জন্য ৯০ শতাংশ রোগীকে নিজের জায়গা ছেড়ে যেতে হয় অন্য জায়গায়।

এই সমীক্ষায় সামনে এসেছে আরও বড় একটি তথ্য তা হল, ৫২ শতাংশ উত্তরদাতা জানাচ্ছেন, বিশেষ কোনও ওষুধ পেতে হলে তাঁদের ১০ কিলোমিটার পর্যন্তও যেতে হয়। তবে ভারতবাসী ঠিক কতটা স্বাস্থ্যসচেতন তা নিয়ে এক মজার তথ্য সামনে এসেছে এই পরীক্ষায়। তা হল, ৪৭ শতাংশ উত্তরদাতাদের বাড়িতে থার্মোমিটার রয়েছে। মাত্র ৭ শতাংশ লোকের বাড়িতে রয়েছে রক্তচাপ এবং রক্তের শর্করার পরীক্ষা পরিমাপ করার যন্ত্র। অথচ এই যন্ত্রগুলি যা উন্নত স্ব-পর্যবেক্ষণের এবং প্রতিরোধের জন্য পরামর্শ দেয়। অর্থাৎ, এর থেকে স্পষ্ট আরও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আরও সচেতন হতে হবে ভারতবাসীকে।

বিজ্ঞপ্তি

একটি ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি NIT-02/2023-24/SD/01যার টেন্ডার আইডি 2023_ZPHD_556120_1 এর নং 480/এল আর তারিখ 10/8/23 খাস জমি লিজ দেওয়ার জন্য প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তারিত এবং T & C এর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন।

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnagar Municipality invites NIeT No: **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-24/2023-24** for **"Supplying and Installation of acoustic wall panel and false ceiling at Dwijendra Mancha in Krishnanagar Municipality"** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender Id: **2023_MAD_556962_1.**

Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ঃ ইএল/১৫১৩। কাজের নাম ঃ ২ বছরের জন্য (২০২৩-২৫) প্রশাসনিক ভবন, কেজিএইচ, ওয়ার্কস অফিস এবং অন্যান্য কার্যালয় ও ভবনগুলিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডারের ধরন ঃ পরিষেবা। টেন্ডার মূল্য (জিএসটি অন্তর্ভুক্ত) টাকায়ঃ ₹৩৩,৬১,১৯৬.৯৬ (তেত্রিশ লাখ একষট্টি হাজার একশো ছিয়ানব্বই টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র)। টেন্ডার নথির মূল্য টাকায় ঃ ₹৩০০০/- (তিন হাজার টাকা মাত্র)। বায়না অর্থ টাকায় ঃ ₹৬৭,২০০/- (সাতষট্টি হাজার দুইশো টাকা মাত্র)। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ (মাসে)ঃ ২৪ (চব্বিশ মাস)। বন্ধ হওয়ার তারিখঃ০৫.০৯.২০২৩ তারিখ সকলা ১১টা।
দ্রষ্টব্যঃ সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং www.clw.indianrailways.gov.in থেকে দেখা যাবে।
পিআর৭/১১৯ | ডেপুটি. সিইই/এম/সিএলডব্লু/সিআরজে
Like us on: www.facebook.com/clwrailways

পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন আনোয়ারুল হক কাকার

ইসলামাবাদ, ১২ অগস্ট: পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশটির সংসদের উচ্চকক্ষ সিনেটের সদস্য আনোয়ারুল হক কাকারকে মনোনীত করা হয়েছে। শনিবার দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ তথ্য জানায়। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও পাকিস্তানের সংসদের নিম্নকক্ষ জাতীয় পরিষদের (এনএ) বিদায়ী বিরোধী দলীয় নেতা রাজা রিয়াজ এক বৈঠক করেন। সেখানেই তাঁরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছন। রবিবার পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন আনোয়ারুল হক কাকার। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ এবং বিরোধী দলীয় নেতা রিয়াজ তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আনোয়ারুলকে নিয়োগের বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

এর আগে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠক করার পর বাইরে বেরিয়ে রিয়াজ সাংবাদিকদের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আনোয়ারুলের নাম জানিয়েছিলেন। কাকারের নাম ঘোষণার সময় রাজা রিয়াজ বলেন, ছোট কোনও প্রদেশ থেকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত- এ কথা আমরা অনেক আগে থেকেই বলছি। আমি কাকারের নাম প্রস্তাব করেছিলাম এবং প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সম্মতি দেন। তিনি এবং আমি এ ব্যাপারে সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেছি।

পাকিস্তান পিএমওর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ ও রিয়াজ তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকারকে নিয়োগের বিষয়ে একটি পরামর্শ রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভীর কাছে পাঠিয়েছেন। আনোয়ারুল হক কাকার বেলুচিস্তান আওয়ামী পার্টির সিনেটর। ২০১৮ সালে তার সিনেটরীয় যাত্রা শুরু হয়। ছয় বছরের মেয়াদ পূর্ণ করে আগামী ২০২৪ সালে তার এ যাত্রা শেষ হওয়ার কথা।

লাইভে প্রাক্তন স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী বসনিয়ার বডিবিল্ডার

সারাজেভো, ১২ অগস্ট: সামাজিকমাধ্যমে লাইভ করে প্রাক্তন স্ত্রীকে নৃশংস হত্যার অভিযোগ উঠল বসনিয়ার এক বডিবিল্ডার যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল ছেড়ে পালানোর সময় তিনি আরও দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেন বলে অভিযোগ। শেষে নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হন অভিযুক্ত। গত শুক্রবারের এই হত্যাকাণ্ডে শিউরে উঠেছেন দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দেশের সাধারণ নাগরিকরা। ঠিক কী কারণে প্রাক্তন স্ত্রীকে হত্যা করেছেন যুবক, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গত শুক্রবার এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে গ্রাডাকাক নামের একটি শহর। স্ত্রী-সহ ৩ জনকে হত্যা ছাড়াও আরও তিন ব্যক্তি আহত হয়েছেন অভিযুক্ত যুবকের হামলায়। তুজলা শহরের পুলিশ জানিয়েছে, পেশায় বডিবিল্ডার অভিযুক্ত নারমিন সুলেজমানভিচ আত্মঘাতী হয়েছেন। এই মামলার আইনজীবী জানিয়েছেন, স্ত্রীকে হত্যার পর গ্রাডাকাকের রাস্তায় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে

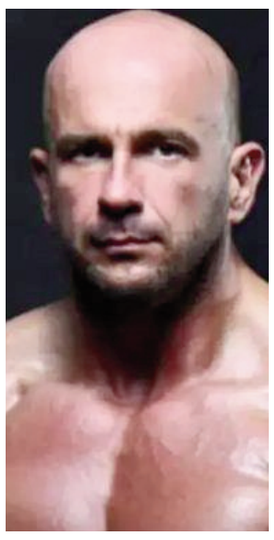

নেমে পড়েন যুবক। পথচারী এক ব্যক্তি এবং তাঁর ছেলেকে গুলি করে হত্যা করেন। এছাড়াও তাঁর ছোড়া গুলিতে আহত হয়েছেন একজন পুলিশকর্মী, এক ব্যক্তি এবং একজন মহিলা।

বসনিয়ার সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, বেশ কিছুদিন যাবৎ প্রাক্তন স্ত্রীকে হুমকি দিচ্ছিলেন গ্রাডাকাকের বাসিন্দা বডিবিল্ডার। এর পর শুক্রবার আগ্নেয়াস্ত্র হাতে হামলা চালান তিনি। মৃত্যু হয় তরুণীর। গোটা ঘটনা ইনস্টাগ্রামে লাইভ করেন। সামাজিকমাধ্যমে লেখেন, এখন আপনারা লাইভ খুন দেখবেন। ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, তরুণীর কপালে গুলি করছেন যুবক। গুলির শধে চিৎকার করে ওঠে এক শিশু। যদিও তাকে ভিডিওতে দেখা যায়নি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তরুণী। প্রায় ১২ হাজার মানুষ নৃশংস ভিডিও দেখেন। ঘটনাস্থল ছেড়ে পালানোর সময় আরও দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেন অভিযুক্ত। শেষে নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হন। ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে বসনিয়া সরকার এবং সাধারণ মানুষ। সরকারি নির্দেশে নৃশংস ভিডিওটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ইনস্টাগ্রাম থেকে।

আমেরিকা সফরে তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই

তাইপেই, ১২ অগস্ট: তাইওয়ানের কাছে সেনা মহড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে চিন। শনিবার আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দেন তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই। দ্বীপরাষ্ট্রটির পরবর্তী প্রেসিডেন্টের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন লাই। এই আবহে তাঁর আমেরিকা সফর একেবারেই ভালো চোখে দেখছে না চিন। যার পালটা, তাইওয়ানের কাছে সেনা মহড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে লালফৌজ।

আগামী বছর জানুয়ারিতে তাইওয়ানের নির্বাচন। দ্বীপরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্টের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন লাই। অন্যদিকে, তাইওয়ানকে নিজেদের দখলে রাখতে মরিয়া চিন। আমেরিকার সঙ্গে লাইয়ের সম্পর্ক মজবুত হলে বিপাকে পড়তে পারে বেজিং। এহেন পরিস্থিতিতে তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্টের এই সফর একদমই ভালো চোখে দেখছে না জিনপিং প্রশাসন। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে তাইওয়ানের কাছে সামরিক মহড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে লালফৌজ।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে আমেরিকার তৎকালীন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান

সফরের পর থেকে আগ্রাসী হয়েছে চিন। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা বলয়ে বারবার প্রবেশ করছে লালফৌজের যুদ্ধবিমান। এদিকে চিনকে প্রতিহত করতে তাইওয়ানের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। গত সেপ্টেম্বর মাসে 'তাইওয়ান পলিসি অ্যাক্ট' আনে আমেরিকা। চার বছরে তাইওয়ানকে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার অস্ত্র দেবে মার্কিন প্রশাসন।

Office of the
ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting e-Tender
E.Tender Notice No. 130/PW/Eng/2023 dated 10.08.2023
Memo No. 721/PW/Eng/2023 dated 10.08.2023
Name of the work : Repairing of drain, road and new construction of C.C. Pavement & cover slab at Dharampur Dangal at Ward No.-98, Borough No.-VII under Asansol Municipal Corporation.
Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**
For details, intending contractors may also contact Engg. Dept. of this Office and Office Notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

ekdin_page_8_ARO KHABAE PAGE-1.qxd 8/12/2023 10:20 PM Page 1

আগামী বুধবার সবুজ-মেরুন শিবিরকে টপকে যেতে পারে লাল-হলুদ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড কাপের ডার্বিতে হেরেও গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষে থাকল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। জিতেও শীর্ষে উঠতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। যদিও আগামী বুধবার সবুজ-মেরুন শিবিরকে টপকে যেতে পারে লাল-হলুদ শিবির।

সাড়ে চার বছর পর ডার্বিতে জয়ের স্বাদ পেল ইস্টবেঙ্গল। তবু গ্রুপ সেরা হওয়ার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে বুধবার পর্যন্ত। আগামী ১৬ অগস্ট গ্রুপের শেষ ম্যাচে রাউন্ডগ্লাস পঞ্জাবের মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। সেই ম্যাচে জিতলে গ্রুপের সেরা দল হিসাবে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে চলে যাবে ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের সামনে দুই সেরা দ্বিতীয় দল হিসাবে পরের পর্বে যাওয়ার সুযোগ থাকবে।

শনিবার ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান লড়াইয়ের পর তিন ম্যাচ খেলে সবুজ-মেরুন শিবিরের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গলের দু'ম্যাচে সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। গ্রুপের অন্য দুই দল বাংলাদেশ আর্মির সংগ্রহ তিন ম্যাচে ২ পয়েন্ট এবং রাউন্ডগ্লাস পঞ্জাবের দু'ম্যাচে ১ পয়েন্ট। মোহনবাগান এবং বাংলাদেশ আর্মির গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ। গ্রুপের শেষ ম্যাচে বুধবার মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল এবং রাউন্ডগ্লাস পঞ্জাব। সেই ম্যাচ জিতলে কার্লেস কুয়াদ্রতের দল ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। সে ক্ষেত্রে মোহনবাগান হবে গ্রুপ রানার্স। ইস্টবেঙ্গল-পঞ্জাব ম্যাচ ড্র হলে মোহনবাগান ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবে। ইস্টবেঙ্গল ৫ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স হবে। আবার ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলেও গ্রুপ রানার্স হওয়া সুযোগ থাকবে। সে ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল এবং পঞ্জাব দু'দলের পয়েন্ট হবে ৪। গোল পার্থক্যে ঠিক হবে গ্রুপ রানার্স। শনিবারের পর সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে লাল-হলুদ শিবির। ইস্টবেঙ্গলের গোল পার্থক্য ১। অন্য দিকে পঞ্জাবের -২।

ডুরান্ডের ছ'টি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। ছ'টি রানার্স দলের মধ্যে সেরা দু'টি দল যাবে শেষ আটে। গ্রুপ 'এ'-তে বাংলাদেশ আর্মির বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেল শনিবার।

ইনস্টাগ্রামের একটি পোস্ট থেকে আয় ১২ কোটি টাকা!

খবর ছড়াতেই মুখ খুললেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশ ছোঁয়া। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের তালিকায় ইনস্টাগ্রাম থেকে সর্বোচ্চ আয় তাঁরই। এই সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্ট করলেই ঝুলিতে ঢোকে প্রায় ১২ কোটি টাকা! ঠিক ধরেছেন, কথা হচ্ছে বিরাট কোহলির। কিন্তু সত্যিই কি এক-একটি পোস্ট থেকে এই বিপুল আয় প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়কের? এবার এ নিয়ে মুখ খুললেন খোদ কোহলি।

সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে ২০২৩ ইনস্টাগ্রামের ধনীদের তালিকা। যেখানে বলা হচ্ছে, মেটার অন্তর্গত এই জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মে একটি ছবি কিংবা ভিডিও পোস্ট করলেই কোহলি পেয়ে যান ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় আনুমানিক ১২ কোটি টাকা। এ খবর সামনে আসতেই রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। কিন্তু কোহলি জানিয়ে দিচ্ছেন, এ তথ্য একেবারেই সঠিক নয়। শনিবার টুইট করে তিনি জানান, তআমি আমার জীবনে যা পেয়েছি, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আমার আয়ের যে খবর ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা একেবারেই সঠিক নয়।দ ক্রিকেটের পাশাপাশি তাঁর আয়ের একাধিক উৎস রয়েছে। বিজ্ঞাপনও বিপুল আয় তাঁর। তবে এককথায় কোহলি যেন বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, সমাজ মাধ্যম থেকে তাঁর আয় নিয়ে অকারণেই অতিরিক্ত মাথাব্যথা করা হচ্ছে।

ভারতীয়দের মধ্যে ইনস্টাগ্রামের ধনীদের তালিকায় রয়েছে দু'টি নাম। কোহলি এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তালিকায় সাড়ে ২৫ কোটিরও বেশি ফলোয়ার নিয়ে ১৪ নম্বরে রয়েছেন তারকা ক্রিকেটার। অন্যদিকে ৮ কোটি ৮৫ লক্ষের বেশি মানুষ ফলো করেন প্রিয়াঙ্কাকে। ২৯ নম্বরে থাকা অভিনেত্রী নাকি এক-একটি পোস্ট থেকে আয় করেন ৫ লক্ষ ৩২ হাজার মার্কিন ডলার। তবে এই প্রথমবার নয়, এর আগে ২০১৯ এবং ২০২১ সালের তালিকাতেও বিশ্বের তাবড় তাবড় সেলেবদের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছিলেন এই দুই ভারতীয়।

টাইব্রেকার জিতে সেমিফাইনালে সহ-আয়োজক অস্ট্রেলিয়া

ব্রিসবেন: ছেলেদের ফুটবল বিশ্বকাপে এমন সাফল্য নেই অস্ট্রেলিয়ার। যা করে দেখাল মেয়েরা। প্রথম বার মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পা রাখল অস্ট্রেলিয়া। ব্রিসবেনের সান কর্প স্টেডিয়ামে ৫০ হাজার দর্শকদের উপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়া বনাম ফ্রান্স মেয়েদের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। শক্তিমত্তা ও ব্যাঙ্কিং, উভয়েই ফ্রান্সের থেকে পিছিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া। তা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে গোল করতে ব্যর্থ কিলিয়ান এমবাপের দেশের মেয়েরা। নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচ ছিল গোলশূন্য। টাইব্রেকারেও চলেছে রুদ্ধশ্বাস লড়াই। ৩-৩ হওয়ার পর সাডেন ডেথ। সেখানে ৭-৬ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে শেষ চারের টিকিট পেয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

পেনাল্টি শুটআউটে প্রথম শটেই গোল করে অস্ট্রেলিয়া। ফ্রান্স প্রথম শট মিস করে যায়। এরপর দ্বিতীয় শট মিস করে অজিরা। প্রথমটি মিস করলেও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শটে গোল করে ফ্রান্স। চতুর্থ শট শেষে স্কোর ছিল ৩-৩। পঞ্চম শটেই নির্ধারিত হয়ে যেতে পারত ম্যাচের ফয়সালা। কিন্তু ম্যাচটি আরও রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে যখন পঞ্চম শট মিস করে যায় দুটি দলই। এরপর দুটি দলই আরও পাঁচটা করে শট নিয়েছে। শেষমেশ ম্যাচের ফয়সালা হল দশম শটে। পরের তিন শটে উভয় দলই গোল করে। আবার নবম শটে দুটি টিমই মিস করে যায়। দশম প্রচেষ্টায় ফ্রান্সের নাওমি ফেলার শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সাডেন ডেথে দুটি শট মিস করে সেমিফাইনাল হাতছাড়া করেছে ফ্রান্স। অস্ট্রেলিয়ার কোর্টনি ভাইন গোল করে নায়ক হয়ে গেলেন। টাইব্রেকার ও সাডেন ডেথে চারটি শট বাঁচান অস্ট্রেলিয়ার গোলকিপার ম্যাকেঞ্জি আর্নল্ড। আগামী ১৬ অগস্ট অর্থাৎ বুধবার সেমিফাইনাল ম্যাচ নামবে অস্ট্রেলিয়া। তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড বনাম কলম্বিয়া ম্যাচের বিজয়ী দলের বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালে ওঠা বাকি দলগুলি হল সুইডেন এবং স্পেন।

'তিন ফরম্যাটেই খেলার ক্ষমতা রয়েছে', মুকেশকে দরাজ সার্টিফিকেট বোলিং কোচের

কলকাতা: ভারতীয় দলের জার্সিতে সাকুল্যে একটি টেস্ট, তিনটি ওডিআই এবং ১টি টি ২০ ম্যাচ খেলেছেন মুকেশ কুমার। চলতি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের হয়ে তিন ফরম্যাটেই অভিষেক হয়েছে মুকেশের। এই স্বল্প দিনের মধ্যেই জাতীয় দলের ড্রেসিংরুমে সকলের পছন্দের মানুষ হয়ে উঠেছেন বাংলার পেসার। ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিচিত মুখ মুকেশ কম সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ম্যাচের চাপ সামলাতেও দক্ষ হয়ে উঠেছেন। এমনকী ক্রিকেট খেলাটির প্রতি তাঁর যে ভাবনাচিন্তা তাতেই বেজায় খুশি টিম ম্যানেজমেন্ট। ২৯ বছরের ডান হাতি পেসার সম্পর্কে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন ভারতীয় দলের বোলিং কোচ পারশ মামব্রে। অল্প সময়ের মধ্যে পেসারের উন্নতি দেখে খুশি বোলিং কোচ।

মুকেশ সম্পর্কে মেন ইন ব্লুর বোলিং কোচ বলেছেন, ওও যেভাবে উন্নতি করেছে তাতে আমরা খুশি। ওর ভাবনাচিন্তা নিয়েও আমরা সন্তুষ্ট। ওর সঙ্গে আলোচনা করে যেটা বুঝেছি তাতে ক্রিকেট খেলাটির প্রতি ওর ভাবনাচিন্তা তারিফযোগ্য। আমরা জানি ওর তিনটি ফরম্যাটেই খেলার মতো ক্ষমতা রয়েছে। ওর ওয়ার্কলোডের দিকটা ভালোভাবে ম্যানেজ করতে হবে। ও প্রচুর ডোমেস্টিক ক্রিকেট খেলেছে। এই গুণগুলো সেখান থেকেই পেয়েছে।দ টি নটরাজনের পর দ্বিতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে একটি সফরে তিন ফরম্যাটে অভিষেক হয়েছে মুকেশ কুমারের। মামব্রে বলছেন, কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিষেক সফরে বিভিন্ন উইকেটে পারফর্ম করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু ও যেভাবে পারফর্ম করেছে তাতে আমরা ভীষণ খুশি। টেস্টে ২টি উইকেট, ৩টি ওডিআই ম্যাচে ৪টি এবং ১টি টি ২০ ম্যাচ খেলে এখনও পর্যন্ত ১টি উইকেট পেয়েছেন মুকেশ।

কাউন্টিতে একের পর এক সেঞ্চুরি, ভারতীয় দলে ফেরার স্বপ্ন দেখছেন চেতেশ্বর পূজারা

লন্ডন: ইংল্যান্ডের মাটিতে একের পর এর সেঞ্চুরি হাঁকাচ্ছেন ভারতের সিনিয়র তারকা ক্রিকেটার চেতেশ্বর পূজারা। কাউন্টিতে ভালো পারফর্ম করতে করতে ভারতীয় টিমে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখছেন পূজারা। ৩৫ বছরের পূজারা কাউন্টিতে ফিরেই সেই চেনা মেজাজে। ওয়ান ডে কাপ টুর্নামেন্টে সাসেক্সের হয়ে তিনি এ বার দুরন্ত ব্যাটিং করলেন। সামারসেটের বিরুদ্ধে ১১৩ বলে তিনি করলেন ১১৭*। ভারতের এই ডানহাতি ব্যাটারের অপরাজিত ইনিংসই প্রমাণ করে দিচ্ছে তিনি আবার নতুন করে নির্বাচকদের খাতায় ঢুকে পড়ার লড়াই শুরু করে দিয়েছেন। কাউন্টিতে গত তিন ম্যাচে ২টি সেঞ্চুরি ও একটি হাফসেঞ্চুরির পর পূজারা জানিয়ে দিলেন, ভারতীয় টিমে ফেরা নিয়ে তিনি ভাবছেন।

চলতি অগস্টে চেতেশ্বর পূজারা আবার কাউন্টি ক্রিকেটে ফিরেছেন। এখনও অবধি সাসেক্সের হয়ে তিনি ৪টি ম্যাচ খেলেছেন। তাতে তিনি করেছেন যথাক্রমে ২৩, ১০৬*, ৫৬ ও ১১৭*রান। সামারসেটের বিরুদ্ধে চেতেশ্বর পূজারার সেঞ্চুরিতে ভর করে জিতেছে সাসেক্স। ওই ম্যাচের পর সাসেক্স ক্রিকেটটে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পূজারা জানান, তিনি ভারতীয় দলে ফেরার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করছেন না। চলতি বছরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভালো পারফর্ম করতে পারেননি পূজারা। এরপর ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছে টিম ইন্ডিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য ভারতের যে টেস্ট স্কোয়াড ছিল, তাতে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে রাখা হয়নি পূজারাকে। কিন্তু তিনি এখনই হাল ছাড়তে নারাজ।

পূজারা ভারতীয় দলে ফেরা নিয়ে আশাবাদী। তিনি বলেন, 'আমি সব সময় চেষ্টা করি যে জিনিসগুলো আমি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব, সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখার। আমি যেখানেই খেলি না কেন, যত বেশি সম্ভব রান করতে চাই। আমি প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটে যত বেশি রান করব, তত আমার জাতীয় দলে ফেরার সুযোগ বাড়বে। যদিও আমি বর্তমানেই থাকতে চাই। এবং একটা একটা ম্যাচ ধরে এগোতে চাই।' ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কয়েকদিন আগে ২টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে ভারত। এ বার সামনের কয়েকটা মাসে ভারতীয় ক্রিকেটাররা কোনও টেস্ট ম্যাচ খেলবেন না। ২৬ ডিসেম্বর আবার টেস্ট ক্রিকেটে ফিরবে ভারতীয় দল। তাই এত দূরের কথা চিন্তা না করে সাসেক্সকে সাফল্য দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন পূজারা।

রেকর্ড অর্থে হ্যারি কেনকে দলে নিল বায়ার্ন! ২০২৭ পর্যন্ত জার্মানিতে খেলবেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: দলবদলের মরশুমে শুরু থেকেই আলোচনায় ছিলেন হ্যারি কেন। টটেনহ্যামের এই তারকা যে বায়ার্ন মিউনিখে যাচ্ছেন তা অনেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিল। কারণ বায়ার্নের নামটা বারবার ভেসে উঠছিল। মরশুম শেষ হওয়ার আগেই দলবদলের বাজারে আলোচনায় ছিলেন হ্যারি কেন। তার টটেনহ্যাম ছাড়তে চাওয়ার বিষয়টি ছিল ওপেন সিক্রেট। রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, বায়ার্ন মিউনিখ ও পিএসজি তাঁকে দলে নিতে আগ্রহ দেখিয়ে ছিল।

এবার সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বায়ার্ন মিউনিখেই যোগ দিলেন হ্যারি কেন। জার্মান চ্যাম্পিয়নদের হয়ে ২০২৭ সাল পর্যন্ত খেলবেন ইংলিশ এই স্ট্রাইকার। দলবদল বিষয়ক ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর পাশাপাশি কেনের একটি বার্তা প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। এছাড়াও হ্যারি কেনও ভক্তদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা দিয়েছেন এবং বায়ার্নে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বায়ার্নের সঙ্গে কেনের চুক্তির বিষয়টা আগে থেকেই অনেকটা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু শুক্রবার (১১ অগস্ট) হুট করেই বিশেষ কারণে ইংলিশ স্ট্রাইকারের জার্মানি যাত্রা রুখে দেয় তার প্রাক্তন ক্লাব টটেনহ্যাম হটস্পার। বেশ কিছুক্ষণ বিমানবন্দরে অপেক্ষা করার পর অবশ্য অনুমতি মিলেছে ইংলিশ স্ট্রাইকারের। শেষ পর্যন্ত ১২ অগস্ট এই রহস্য থেকে পর্দা ওঠে। মিউনিখে কেনের জন্য সবকিছু প্রস্তুত-ই ছিল। সেখানে পৌঁছেই মেডিকেল টেস্ট সেরে নিয়েছেন তিনি। একই দিনে সেরে ফেলেছেন চুক্তির বিষয়টাও। খুব শীঘ্রই বায়ার্নের সঙ্গে কেনের চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ১০০ মিলিয়ন ইউরো তথা ভারতীয় মূল্যে যা প্রায় ৯১০ কোটি টাকারও বেশি অর্থে বায়ার্নে যাচ্ছেন কেন। এছাড়া রিলিজ ক্লজ হিসেবেও পাচ্ছেন প্রায় ১০০ কোটির ইউরো। কেনকে দলে নিতে যে চলতি মরশুমেই বায়ার্ন আগ্রহ দেখিয়েছে তেমনটা নয়। গত মরশুমেও কেনকে কিনতে চেষ্টা করেছিল জার্মানের ক্লাবটি। তবে টটেনহ্যাম কোনও ভাবেই কেনকে বিক্রি করতে রাজি ছিল না। তবে চলতি দলবদলে বায়ার্নের বিশাল প্রস্তাবে আর 'না' করতে পারেনি ইংলিশ ক্লাবটি। কেনকে বায়ার্ন চুক্তি করালে ক্লাবটির সর্বোচ্চ মূল্যের খেলোয়াড় হবেন ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

২০১০-১১ মরশুম থেকে ২০২৩ সালের অগস্ট পর্যন্ত কেন এখনও আছেন টটেনহ্যামে। মাঝে দুয়েকটা ক্লাবে লোনে খেলতে গেলেও টটেনহ্যামই তাঁর আসল ঘর। ২০১৩-১৪ মরশুম থেকে লিগে প্রতিবারই ২০টির বেশি গোল করছেন তিনি। ক্লাব ও জাতীয় দল; সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৫৮৪ ম্যাচে ৩৫৪ গোল করেছেন কেন। যার মধ্যে জাতীয় দলে ৮৪ ম্যাচের জার্সিতে নেমে তাঁর ৫৮টি গোল রয়েছে। হ্যারি কেইনের সামনে প্রথম ট্রফি জেতার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল ২০১৪-১৫ মরশুমে। সেবার কারাবো কাপের ফাইনালে উঠেছিল স্পার্সরা। কিন্তু চেলসির কাছে ২-০ গোলে হেরে শিরোপা হাতছাড়া হয় হ্যারি কেনদের। টটেনহ্যাম কারাবো কাপের ফাইনালে উঠেছিল ২০২০-২১ মরশুমেও, সেবার তারা হারে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে। ২০১৮-১৯ মরশুমে স্বপ্নের এক যাত্রা শেষে ফাইনালে লিভারপুলের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগের স্বাদ পায়নি হ্যারি কেনের টটেনহ্যাম। বারবার দলীয় ব্যর্থতার পর ভাগ্য বদল করতে কেনও এখন ক্লাব ছাড়লেন। এরপরে ভক্তদের উদ্দেশ্যে দিলেন বিশেষ বার্তা।

দল ছাড়তে চাইছেন অসন্তুষ্ট নীতীশ রানা! বিপাকে টিম

নয়াদিল্লি: মরসুমের মাঝপথে বাদ পড়া। নেতৃত্বও গিয়েছে। ড্রেসিংরুমে কয়েকজন সতীর্থর সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো নয়। সব মিলিয়ে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার উপর বেশ অসন্তুষ্ট নীতীশ রানা। দল ছাড়তে চাইছেন তিনি। দিল্লির হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন নীতীশ। নানা কারণে রাজধানীর টিমের হয়ে আর খেলতে চান না তিনি। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার কাছে ইতিমধ্যেই নো অবজেকশন সার্টিফিকেট চেয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্স তারকা। দিল্লির সমস্যা শুধু নীতীশকে নিয়েই নয়। তাঁর পাশাপাশি ধ্রুব শোরেও ছাড়তে চাইছেন দিল্লি টিম। গত মরসুমে রঞ্জি ট্রফিতে তিনিই ছিলেন টিমের সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী। আসন্ন ঘরোয়া মরসুমে তাঁরা আর দিল্লির হয়ে খেলতে চান না দু'জনে।

গত মরসুমের মাঝপথে নীতীশকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর ফিরলেও নিজেকে বাকি ম্যাচ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি যশ ধুলকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। অন্যদিকে ধ্রুব শোরে সাদা বলের ক্রিকেটে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও সুযোগ পাচ্ছিলেন না। গত মরসুমে রঞ্জিতে ৮৫৯ রান করেন তিনি। গত মরসুমের শেষ থেকে দু'জনই বিকল্প খুঁজছিলেন। সেইমতো এই মরসুমের শুরুতে দিল্লি ক্রিকেট থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন নীতীশ ও ধ্রুব। এর সত্যতা স্বীকার করেছেন দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব রাজন মনচন্দা। তাঁর আশা, দুই ক্রিকেটারের সমস্যাগুলি যদি ধৈর্য ধরে শোনা হবে। যাতে বোঝা যায় যে তাঁরা কেন এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডিডিসিএ-র এক কর্তা বলেছেন, তনীতীশ ক্ষুব্ধ কারণ তাঁকে লাল বলের ফরম্যাট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ক্যাপ্টেন্সিও ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর শোরে অসন্তুষ্ট কারণ গত মরসুমে নির্বাচকরা তাঁকে লাল বলে বিশেষজ্ঞ বানিয়ে দিয়েছিল। তাই তিনি সরে যেতে চাইছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**